শিউলি

সাস্কাটুন দুর্গাপূজা সেলিব্রেশন কমিটি

সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন - ২০১৯

Fragrance of Autumn

Saskatoon Durga Puja Celebration Committee

Golden Jubilee Celebration -2019

SWADESH RESTAURANT

SWADESH
SUPERMARKET

SASKATOON DESHI
SUPERMARKET

President	: Supratim Ghosh
Vice-President	: Amrita Chandandas Gupta
Secretary	: Udayan Ray
Treasurer	: Arindam Bose

Convener of Golden Jubilee Committee : Shankar Das

Magazine Publisher and Co-Ordinator : Udayan Ray

List of Past executive committee from 1985

YEAR	PRESIDENT	SECRETARY	TREASURER	VICE-PRESIDENT
2018	Arati Chattopadhyay	Udayan Ray	Arindam Basu	Atreyee Basu Ghosh
2017	Arati Chattopadhyay	Supratim Ghosh	Sankar Das	Atreyee Basu Ghosh
2016	Atreyee Basu Ghosh	Supratim Ghosh	Pabitra Peter Sen	Udayan Ray
2015	Udayan Ray	Sandip Ghosh	Amit Sarker	Joyjit Mukherjee
2014	Deep Sanyal	Anirban Singhaw	Pabitra Peter Sen	Kousik Pal
2013	Udayan Ray	Deep Sanyal	Pabitra Peter Sen	Sourav Ganguly
2012	Udayan Ray	Pankaj Banik	Uttam Paul	Shib S Podder
2011	Pankaj Bhowmik	Samar Das	Amitabh Mojumdar	Shib S Podder
2010	Pabitra Peter Sen	Pankaj Bhowmik	Prasanta Chattopadhyay	Udayan Ray
2009	Shankar Das	Pankaj Bhowmik	Samiran Banerjee	Soumya Niyogi
2008	Shankar Das	Debarata Biswas	Samiran Banerjee	Palok Aich
2007	Pabitra Peter Sen	Partha Podder	Victor Das	
2006	Maya Chakravarti	Soumya Niyogi	Asit Sarkar	
2005	Sanjukta Aich	Pabitra Peter Sen	Asit Sarkar	
2004	Asit Sarkar	Debabrata Biswas	Pabitra Peter Sen	
2003	Pabitra Peter Sen	----	Prasanta Chattopadhyay	
2002	Pabitra Peter Sen	Sanjukta Aich	Prasanta Chattopadhyay	
2001	Pabitra Peter Sen	Sanjukta Aich	Prasanta Chatoopadhyay	
2000	Palok Aich	Pabitra Peter Sen	Prasanta Chattopadhyay	
1999	Chitra Sen	Mahua Ghosh	Anjali Roy Chowdhury	
1998	Rathin Sarker	Sudeshna Kanungo	Anjali Roy Chowdhury	
1997	Asit Sarker	---	---	
1996	Arati Chattopadhyay	Asit Sarker	Anjaki Roy Chowdhury	
1995	Pabitra Peter Sen	Asit Sarkar	Jayanta Biswas	
1994	Pabitra Peter Sen	---	Prasanta Chattopadhyay	
1993	Anjali Roy Chowdhury	---	---	
1992	Anjali Roy Chowdhury	---	---	
1991	Anjali Roy Chowdhury	---	Shipra Karmakar	
1990	No Executives	---	---	only committees
1989	Banani Bhaumik	Suji Ghosh	Kanad Roy	
1988	Prasanta Chattopadhyay	Gautam Lohar	Pabitra Peter Sen	
1987	Arati Chattopadhyay	Kamal Debnath	Pabitra Peter Sen	
1986	Jyoti Datta	Kamal Debnath	Manilal Dasgupta	
1985	Pabitra Peter Sen	Kamal Debnath	Asit Sarkar	

সূচীপত্র (Table of Contents)

হৈচৈ বৃন্দ (Kids Corner) 7

MA DURGA'S WEAPONS : URMI GHOSH 8
মা দুগ্গা : তুষিতা চন্দ 9
মা দুগ্গা : ঊর্মি ঘোষ 9
ছড়া ও ছবি : ঐশানী বোস 10
আরতি দিদার ঝুলি থেকে : আরতি চট্টোপাধ্যায় 11

কৃষ্টি ও রচনা (Creative Writing from Members) 13

দুর্গা অবতরণ : আরতি চট্টোপাধ্যায় 14
SASKDIARY : ARPITA DEB 16
HISTORY OF SASKATOON DURGA PUJA 1969-1985 : ARATI CHATTOPADHYAY 17
আনন্দলোকে : সোনালী রায় 19
জ্যাসপার : অনিন্দ্য গাঙ্গুলী 19
বারোয়ারী : উদয়ন রায় 20
উন্মাদনার মহোৎসবে : আরতি চট্টোপাধ্যায় 20
সাস্কাতুন-এ এক বছর : সুদত্তা বোস 21
বাড়ীর দূর্গা পূজা: উপাসনা, উৎসব, উত্তেজনা ও উপলব্ধি : শংকর দাস 22
শঙ্খ : সোনালী রায় 26
THEY EXIST : SHAMIK CHANDA 27
AN ODE TO MY GRANDSON : PABITRA PETER SEN 27
OUR GOLDEN FEELINGS : SUDATTA BOSE 28
লেখাই আঁকা : SUDATTA BOSE 28
প্রেইরীতে পরবাস : অনিন্দ্য গাঙ্গুলী 29
আমার অনুভব : অনুলেখা রত্না ব্যানার্জী 31
দূর্গা পুজো AWESOME পুজো : কোহিনুর দেবরায় 32
আমাদের সাস্কাটুনের দূর্গাপূজা : সংযুক্তা ও পলক 33

আলোয় ছায়ায় (Pictures From Past) 35

স্মৃতির দর্পনে(Few PastRecords) 47

আরশি নগর (Photgraphs of recent times) 51

অভিনন্দন বার্তা (Our greetings) 63

President's Message 73

হৈচৈ বৃন্দ (Kids Corner)

WRITING POEMS AND DRAWING BY WONDERFUL KIDS OF OUR COMMUNITY

Ma Durga's Weapons : Urmi Ghosh

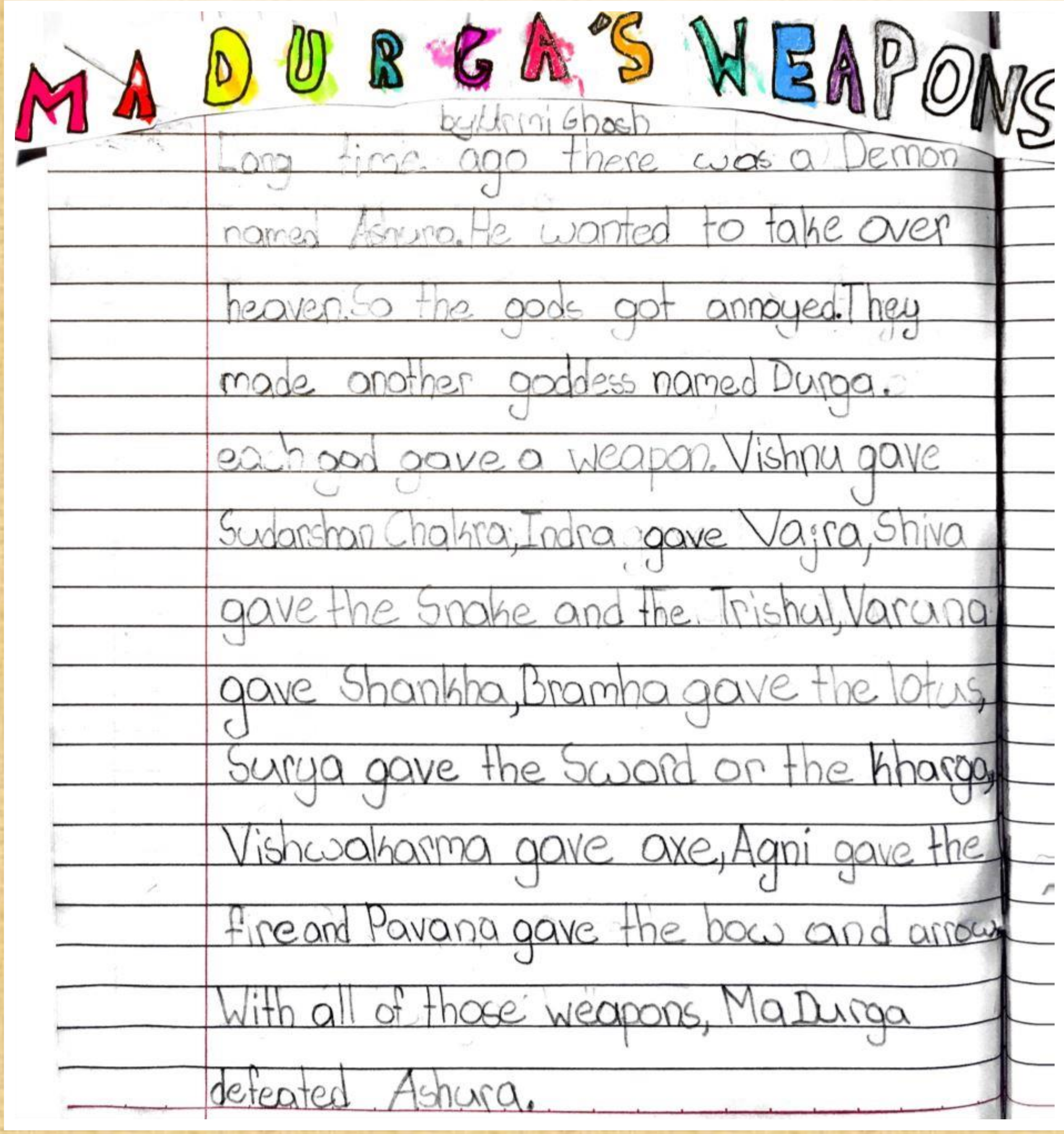

MA DURGA'S WEAPONS

by Urmi Ghosh

Long time ago there was a Demon named Ashura. He wanted to take over heaven. So the gods got annoyed. They made another goddess named Durga. each god gave a weapon. Vishnu gave Sudarshan Chakra, Indra gave Vajra, Shiva gave the Snake and the Trishul, Varuna gave Shankha, Bramha gave the lotus, Surya gave the Sword or the khargo, Vishwakarma gave axe, Agni gave the fire and Pavana gave the bow and arrow. With all of those weapons, Ma Durga defeated Ashura.

মা দুগ্গা : তুষিতা চন্দ

মা দুগ্গা : ঊর্মি ঘোষ

ছড়া ও ছবি : ঐশানী বোস

সাস্কাতুন এর দুর্গা পূজা
দুগগা পুজায় পাঁচটা দিন
এখানে তা একটা,
নতুন জামা পরব কখন
আমার আছে দশটা।

কিন্তু আমার ভারি মজা,
নাচ করব আমি।
দুগগা ঠাকুর সাথে থেক,
তুমি সব থেকে দামি।
নতুন নতুন বন্ধু হবে,
আনন্দে আত্মহারা ,
পুজোয় এবার চারটে দিন,
আমরাই সবার সেরা।

আরতি দিদার ঝুলি থেকে : আরতি চট্টোপাধ্যায়

হাবিজাবি চিন্তা
ঝড়ের রাতে আধো আলো আধো ছায়ে
বাঁশ বাগানের মাঝে
দেখি দাঁড়িয়ে আছে
একানড়ি গলায় গামছা
নাকে দড়ি
মাথায় ঘোমটা দিয়ে।

আমায় দেখে একানড়ি লুকিয়ে বাঁশের ঝোপে
হিহি করে হেঁসে হেঁসে
ডাকল যেন কাকে
দেখি ঝোপের ভেতর অনেক রকম
মাকড় ধোকড় কত।
ভুত প্রেত রাক্ষস খোক্কস আরও যেন কত

একে একে সব্বাই দেখি নীচে নেমে এলো
তারপর হাতড়ে হাতড়ে মাটি খুঁড়ে
সাপ খোপ কেঁচো গুবরে আর বিছে খেলে এত
আমি তখন গরম তেল
আর নিমপাতা সরষে দিয়ে;
মাখলাম একটা হাঁড়ি ভরে কোষে ঝাল দিয়ে।

তারপর সেটা কাদা মাটি আর গঙ্গাজল দিয়ে
গড়লাম একটা রামের মূর্তি
হাতে তীর ধনুক দিয়ে
যেই না গেলাম সেটা নিয়ে তাদের কাছাকাছি,
বাপরে মারে বাঁচা বাঁচা
করে সব করলে চেঁচামেচি।

আমি তখন লঙ্কা কষা জলটা দিলাম ঢেলে
ব্যাস! সঙ্গে সঙ্গে একানড়ি আর
ভুত প্রেত গুল দিল এক্কেবারে পাড়ি
আমি তখন হাঁসতে হাঁসতে
পেটের বাথ্যায় মরি
উপায় না দেখে একা একাই দিলাম গড়াগড়ি।

হুক্কাহুয়া
কাঠবেড়ালি বলল ডেকে ওরে হাটটিমাটিম
আয়না বাবা আমার ঘরে পাড়না দুটো ডিম
আমি তোদের ডিম গুলোকে রাখবো যতন করে
দেখবি চেয়ে অবাক হয়ে সোনার খাঁচায় ভরে।

হাটিটিমাটিম বললে হেঁসে ওরে আমার সোনা
তোর ঘরে যে শেয়াল খুড়োর নিত্য আনাগোনা
ওই ব্যাটা কে আমার যে ভাই বড্ড করে ভয়
জানি ডিম গুলকে নিয়ে খুড়ো করবে নয়ছয়।

কাঠ বেড়ালিও নাছোড়বান্দা বললে ওরে শোন
শুনছি কানে খুড়ো নাকি যাচ্ছে বৃন্দাবন
ভয় নেই তোর সেসব ভেবে এখন চল লাফিয়ে চল
দমদমাদম ঢোল বাজিয়ে বলি বল হরিবোল ।

শেয়াল খুড়ো ঝোপে বসে শুনলে সকল কথা
মুচকি হেঁসে গোঁপের কোনে লাগিয়ে তা খাশা
মনে মনে ভেবে চিনতে বাঁধল একটি ফাঁদ
নিজের মনে নিজেই হেঁসে করল পাড়া মাত।

শুনতে পেয়ে হুক্কাহুয়ার বেজায় হাঁসির ধূম
হাটটিমাটিম বললে ডেকে
ওরে কাঠ বেড়ালি চল পালাই মোরা
আসব আরেকদিন।

কৃষ্টি ও রচনা (Creative Writing from Members)

OUR CREATIVE CONTRIBUTION FOR THE MAGAZINE

দুর্গা অবতরণ : আরতি চট্টোপাধ্যায়

নেপথ্যে। এইযে! এইযে! মা-দুর্গা এসেছেন! এস এস। এই তো তোমার কথাই বলছিলাম আমরা।

দুর্গা। হ্যাঁ।আবার এলাম মর্তে।

নেপথ্যে। মর্তে না মরতে?

দুর্গা। হ্যাঁ সেই। সেটাই মনে হয়। সত্যি যা বলেছ।যা ঝামেলা আসতে। এতদুর রাস্তা। মরতেই মনে হয়।

নেপথ্যে। সেইত সেইত! তা একা এলে না সাঙ্গ পাংগ সঙ্গে?

দুর্গা। না এসেছি সবাইকে নিয়ে। এইত গনেশ, কার্ত্তিক, লক্ষী, সরস্বতী, কলা বউ। আবার সঙ্গে সঙ্গে অসুর ও আসবে বলে ঝামেলা শুরু করলে- তাই তিনি ও এসেছেন সঙ্গে। শুধু কি তাই তারপর সেই বাহন গুল কে কোথায় রেখে আসবে? তাদেরকে দেখার লোক পাওয়া যায়না। তাই সবাই এসেছে। হাঁস ইঁদুর পেঁচা ময়ুর সব্বাই এসেছে। তারপর তাদের সব জামা কাপড় গয়না সাজ সজ্জার জিনিষ!

নেপথ্যে। তা এত জিনিষ টিনিস নিয়ে? সব আনতে দিলে? আজকাল তো শুনেছি জিনিস পত্তর আনার হার অনেক কমিয়ে দিয়েছে? তা অনেক পয়সা গচ্ছা দিতে হল নাকি?

দুর্গা। না আমাদের ভাগ্য টা সেদিক দিয়ে একটু ভালো। খুব একটা পয়সা টয়সা দিতে হয়নি।বুঝতে পারলে?

নেপথ্যে। ওঃ বুঝেছি বুঝেছি। ভেতরে ভেতরে জানাশুনা লোক ছিল নাকি?

দুর্গা। হ্যাঁ হ্যাঁ। তানা হলে কি চলে আজাকালকার দিনে? তবে একথাটা যেন আর কেউ না জানে। কাউকে প্লিস বোলনা কেমন? দিনকাল এমন পড়েছে সব জিনিষেই ঝামেলা বাঁধিয়ে বসে। আবার নারদ মুনি যদি জানতে পারেন তিনি তো সঙ্গে সঙ্গে ইউ টিউব না কি বলে তাতে দিয়ে দেবেন আর পেছন থেকে কাঠি নাড়বেন। ব্যাস শুরু হয়ে যাবে মিছিল আর নানা ধরনের বদমাইশি।

নেপথ্যে। নানা আমরা কাউকে বলব না। তবে আজকাল তো সব কিছুরই হ্যাকিং না কি হয় শুনছি- তাই এসব ভেতরের খবর টবর বার করতে বেশি সময় লাগেনা। তার পর একটা রেডিওতে একটা সিবিসি বলে চ্যানেল আছে না? ওরা তো সর্বক্ষণই এইসব নিয়েই হৈচৈ করে। তা যাই হোক সাবধানের মার নেই। বেশি দাপাদাপি করোনা। অসুরের সঙ্গে বেশী ঝগড়াঝাঁটি করে লাভ নেই। ওদেরই এখন বেশী সাপোর্টটার বুঝেছত? তা এসেছ কতদিনের জন্য?এখন কিছুদিন থাকবে তো?

দুর্গা। না এবছরে খুব বেশী দিন আর থাকছিনা।থাকার তো খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু পাঁজিতে সব কিছু জগা খিচুড়ি করে রেখে দিয়েছে। সপ্তমীর ঘাড়ে অষ্টমী, অষ্টমীর ঘাড়ে নবমী; সন্ধিক্ষণ না কি বলে; করে সময় টা খুব অল্প করে দিয়েছে। তাই আর বেশী দিন থাকা চলবে না।

গণেশ। ওমা ওমা! শুনতে পারছ? আমার ইঁদুরকে পাওয়া যাচ্ছেনা। কোথায় যে পালিয়ে গেল। মা এখন বল আমি কার ঘাড়ে চেপে ঘুরবো?

দুর্গা। ওমা সেকি? কোথায় গেল সে আবার? কেউ আবার ইদুর কল টল পাতেনিত? সর্বনাশ। শীগগির দেখ কোথায় গেল সে। কলে ধরা পড়লে ত বেজায় বিপদ। ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওর পেটের থেকে সব কথা বার করে ফেলবে। এখন কি করা যায়? এতো মহা বিপদ হল। দেখুন না প্লিস আপনারা সকলে কিছু করতে পারেন কিনা? এত দারুন বিপদ।

নেপথ্যে। আচ্ছা দাঁড়াও দেখি কি করা যায়। এটা কোন কিন্তু সহজ কাজ নয়। তবে হ্যাঁ। এখানে বেশ একজন নামকরা লইয়ার আছে। শুনেছি তিনি নাকি এই সমস্ত ধরনের কেসটেস করেন- তবে দামটা বেশ চড়া। কিন্তু উপায় কি। তা যদি রাজী থাকো তবে খোঁজ খবর করে দেখতে পারি।

দুর্গা। কেন? আবার লইয়ার কেন লাগবে? কেন? এখানে আমাদের দেশের কোনও সজ্জন ব্যাক্তি ট্যাকতি নেই? একটু পেছনের দরজা দিয়ে কাজ কর্ম করে দিতে সুবিধে করে দেবেন? আমাদের ওখানে তো---

নেপথ্যে। হ্যাঁ তা অনেক আছে বটে। আজাকাল তো এসাইএনপি প্রোগ্রামের দরুনে গাদা গাদা সজ্জন ব্যাক্তিরা সব এসে গেছেন এই শহরে। সে রকম চাইলেও পাওয়া যাবে। যে রকমটি চাইবে ঠিক সেই ভাবেই কাজ করে দেবে, কোন অসুবিধে নেই।

দুর্গা। বাবা আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম এতক্ষনে।এরা না হলে কাজ হয়? এরাই তো হল আসল মানুষ। দেবদেবী আর মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ না রেখে অবিরল এইসব ভাল কাজ করে যাচ্ছে।

কিন্তু টাকাগুলো কি ভাবে দেওয়া যাবে? আমাদের কাছে তো আর ডলার টলার নেই।

নেপথ্যে। সে সব কথা চিন্তা করতে হবে না। ওরাই সব ব্যাবস্থা করে দেবে। ওরা ওই সব ব্যাবসা তে খুব পটু। এরা সব তলায় তলায় কাজ করে। খুব জাঁকিয়ে বসেছে। সরকার কে এক্কেবারে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে।

দুর্গা। চলুন। চলুন। তবে তাদের সঙ্গে একটু দেখা করে আসি।

নেপথ্যে। সেটা হয়তো একটু অসুবিধে হতে পারে; কারন দিনের বেলায় ওরা সব বন্ধ করে রাখে? ওরা সব অন্ধকারের কর্মী। সব ওভার টাইম।

দুর্গা। কেন পেছনের দরজা খোলা নেই? আমাদের ওখানে তো সব সময় পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকা যায়। এখানে সে রকম কোন ব্যাবস্থা নেই বুঝি?

নেপথ্যে। হ্যাঁ তা আছে বৈকি। ওটাই তো সব সময় খোলা। ওটা দিয়েই তো রাতকে দিন করছে আর দিনকে রাত করছে। সে সব বাবস্থ্যা দারুন। কারোর বাবার ক্ষমতা নেই যে বাইরে থেকে বুঝতে পারবে। এসব আমাদের বোঝা খুব মুশকিল।

দুর্গা। আঃ তা তোমাদের বোঝার কি দরকার? আমাদের কাজ সারা হলেই তো হোল। চল চল! তাড়াতাড়ি চল। কাজটা সেরে আসি। শুভশ্য শীঘ্রম।

SaskDiary : **Arpita Deb**

Durgapuja is our most beloved celebration and we keep counting our days over the whole year just for these five days to come. Durgapuja in Kolkata is famous for its gorgeous celebration and it is heart-wrenching when someone has to leave it behind and immigrate to a new country. It is always challenging to start over in a new country which has a completely different culture. Therefore, it goes without saying that the Bengali Community of Saskatoon is a family away home to me. I have come to Saskatoon in 2018 and have thoroughly enjoyed two Durga pujas yet. However, when it comes to share my experience, I shall take this opportunity to facilitate a set of useful information for a newcomer. While you are in a transition period and don't know much about a new city, it becomes harder to maintain a happy life and enjoy your own cultures. To make your transition smoother, the following information based on my experience might help you out. As soon as you get to know what opportunities and services are available to you, your life is going to be much easier. Both provincial and federal governments are doing a great job to fund multiple organizations which run various programs and offer a ton of facilities to newcomers without any cost. The list starts here:

- **Newcomer Information Centre (NIC)**: Enrolling with NIC helps a newcomer to get your Canadian Language Benchmark (CLB) level assessed. This can be handy if you don't have a valid IELTS band score. CLB/IELTS is mandatory to get enrolled in any of Saskatoon's settlement agencies. (Link: http://nicstoon.org/)

- **Saskatoon Open Door Society (SODS)**: This society provides access to its career & employment services and arranges job fairs. The programs such as ICMS, APEGS, WES are designed for engineers. Attending these programs also helps to build your network. If you are interested in your own start-up, you might want to register for NEED program. SODS also organizes multiple recreational events for different age groups (women, men, youth, students, seniors, parents, children). Community gardening is another recreational project run by SODS. You can use your leisure time to grow your own vegetables here. (Link: https://www.sods.sk.ca/)

- **Saskatchewan Intercultural Association (SIA)**: SIA provides training to foreign university graduates and foreign national with work experience outside of Canada to find placement in their respective fields. The Mentorship/ PACT)/ LINC can give you a start of your professional journey abroad. Participants might receive a 'Provincial Training Allowance' during the course based on their eligibility. (Link: https://www.saskintercultural.org/)

- **Quint Development Corporation (QDC)**: Quint leases inexpensive apartment for rent and subsidizes the 'driving learner's test' and "6+6" certification classes based on an applicant's eligibility. (Link: http://www.quintsaskatoon.ca/)

Global Gathering Place (GGP): GGP offers employee readiness program and refers women to get a set of dresses from the 'Dress for Success'. These dressed are tailored to wear on

History of Saskatoon Durga Puja 1969-1985 : Arati Chattopadhyay

The very first worship of Goddess Durga was celebrated in Saskatoon, Saskatchewan in 1969.

As recorded by Arati Chattopadhyay, Late Manilal Dasgupta and Late Manju Dasgupta initiated the very first Durga Ashtami Celebration in 1969 at their house at 10-Red River Road, Saskatoon at the request of some eager Bengalis who were feeling nostalgic for Durga Puja.

Arati Chattopadhyay, who along with her husband Prasanta Kumar Chattopadhyay and their first baby daughter Aleya moved to Saskatoon that September after living in Unity, (a small town in Saskatchewan, 200 km NW from Saskatoon) for a year.

The small Bengali Community of Saskatoon, for the first time gathered at 10 Red River Road at Dasgupta's basement and had a khichuri feast after doing a puja of a framed Durga picture. The puja was performed by Manju Dasgupta.

Since then every year; we all gathered for Ashtami celebration at Dasgupta's house and later Navami at our house to celebrate Durga Puja and end with an enormous Bhuri Bhojon.

Here, I would like to recognize also contributions from other Bengali families who were already residing in Saskatoon and played roles in different capacity celebrating not only Durga Puja but at different functions and festivals. Among them was Anindya and Maya Chakravarti and family.

Also, it must be noted that in 1970, Asit and Ila Sarkar came from USA, joining Saskatoon families to make it their home.

Later Chandrasekhar and Deepsikha Das came from India to settle in Saskatoon as well.

In 1974 Surya and Manju Acharya from Orissa, India, immigrated and made Saskatoon their home. They also started performing Durga Puja some years later, at their home celebrating along with friends.

It was in 1979, Durga Puja was celebrated at our house on 2-Kootenay Drive, Saskatoon, at a much larger scale inviting also members from other communities (other than just Bengali Community). Surya Acharya performed the puja. There were about 70 people who attended the puja. Among them was Narendra and Nirmala Bakhshi. It was Narendra Bakhshi while leaving our house implanted the seed, requesting for celebrating Durga Puja at a public place open to all for a larger community involvement.

The seed sprouted next Autumn, when the following four Bengali families e.g. Manilal and Manju Dasgupta family, Anindya and Maya Chakravarti family, Asit and Ila Sarkar family and Prasanta and Arati Chattopadhyay family, got together and called for a Durga Puja meeting on September 1st, 1980 at 2-Kootenay Drive, Saskatoon and decided to pay $100.00 each family and sponsored the first ever public Durga Puja in Saskatoon. After a great discussion a name was chosen for the Durga Puja group as 'Saskatoon Durga Puja Celebration Committee" (SDPCC)

Thus, the very first public Durga Puja was held at the Unitarian Church building at the corner of Main Street and East Lake on Saturday October 18th celebrating Maha Astami Puja.

Thus, the origin of the first public Saskatoon Durga Puja in 1980 must be credited to the above families.

The typical Bengali Khichuri, cabbage potato, chocchori (mixed vegetable) and tomato chutney was prepared, including the signature desert of Bengali's "chana r sondesh" by the same four families.

Surya Acharya was the chosen priest to perform the puja and Vishnu Khare as assistant priest.

The Durga Puja was witnessed by more than probably 200 people from various communities from Saskatoon and across Saskatchewan.

This is the first time Saskatoon air was pulsating as the conch played loudly along with the ululate, drum beating, incense and 108 Diya burning, Pushpanjali (flower offerings to the Goddess by the congregation) along with the powerful Vedic mantra chanting, heralding the advent of the ten handed, three eyed Goddess Durga, ended up not only as a grand event but an emotional event. People felt the presence of a sense of extraterrestrial feelings, a positive vibe filled the building. It is hard to put into words that feelings. It can only be felt and experienced.

Meera Banerjee, who came from Regina, sang a series of heartfelt spiritual Bengali songs with her melodious voice putting everybody in a spell by surprise.

Children took part in performing dances and doing drama, reciting poems. It was one of the most joyous day in the history of Saskatoon Indian Community.

Hindu Temple was not built yet but under the auspicious of Vedanta Society of Saskatchewan, an old church building, on 5th Street East, was bought in 1981 and a congregation would get together every Sunday morning for Bhajan and Kirtan.

So, from 1981 we celebrated Durga Puja at that church building except in 1984 when Durga Puja was held at the Saskatoon Field house.

Deepshikha Das, Late Manjari Sharma and Jiben Roy made a Durga murti over a large piece of foam and decorating the whole thing beautifully. That was the first ever Durga Murti that we worshipped.

On March 31st1985, for the first time a Hindu Temple of Laxmi Narayan was built at 107-La-Ronge Road. That year an artist in Edmonton made a Durga Pratima with sola over a large red piece of velvet wooden framed, which was hauled to Saskatoon by a truck and Durga Puja was held with great zeal at the Laxmi-Narayan Temple for the first time and since then every year Bengali Community of Saskatoon has performed Durga Puja at this beautiful temple.

It is hard to fathom that it is already 50 years that we are celebrating Durga Puja in Saskatoon and how it has grown to be one of the best organized community festivals among many and how we still eagerly wait for this day.

আনন্দলোকে : সোনালী রায়

মাটির প্রতিমা ,সঙ্গে আছেন এয়োস্ত্রী গুটিকয়,
ধুপ ধুনো,ঢাকের বাদ্যি ধ্বনি সহ ওই ভেসে যায়.
সবুজ ঘাসে আলতা পায়ে   শিশির হাসে দূর গাঁয়ে
খুশীর হাওয়া দোলে দোলায় শাপলা ,শিউলি গন্ধে মন
ভোলায়।

উমা আসে অশ্বিন মাসে জাগিয়ে নতুন আলো,
 বর্ষা শেষে উমা হাসে ঘুচবে সবার মনের কালো ,
গনেশ কাঁখে কোমর বাঁকে উমা চলে ভোর হয় হয়;
ধানের শীষে আল্‌তো পায়ে লক্ষী বলে এবার নাহয় চলো
দোলায়।

বীণা হাতে চলছে বাণী ,ভাই কার্তিক আছে তার সাথে -
কার্তিক হাসে দিদি আছে সাথে ভয় কি আর আছে।
কাশের বনে নীল আকাশে উড়ছে সব বকের দল ,
নাচছে ময়ূর আসছে উমা উল্লাসে সব শিশুর দল ,
সবুজ ঘাসে শরত আকাশে ভিজঝে তাদের পায়ের
মল ;
খুশিরমন দিচ্ছে পাড়ি নদীর মাঝির ওই কোলাহল।

জ্যাসপার : অনিন্দ্য গাঙ্গুলী

সশশীরে যেতে পারিনি তোমার কাছে
কিন্তু তুমি তো জানোই মনে মনে কতবার গেছি।
শুনেছি প্যাট্রিসিয়া লেক বাংলো তে রাতে ভাল্লুক আসে
ওখানে রাতে ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় ভাল্লুক হেঁটে
যাছে।

আমি মনে মনে দেখেছি সেই ভাল্লুককে, ভয়ে কেমন
শিউরে উঠেছি, তুমি তো জানোই
পিরামিড হ্রদের পাশে যে ম্যপল গাছ আছে, দেখবে
সেখানে রেখে এসেছি আমার কিছুটা সময়
খুঁজে দেখলেই তুমি বুঝবে আমি গেছিলাম।
ম্যলাইন লেকের উপর যেখানে দিগন্ত গিয়ে মিশেছে
সেখানেই আমি চুপ করে বসে তোমায় দেখে এসেছি
অনেকটা
দিগন্ত জোড়া নীল জল আর সবুজের সঙ্কেত আমায়
মনে করে দিয়েছে নীল শাড়ি পরা আমার সবুজ
প্রেমিকার কথা।

এই অবয়ব টুকু দিতে পারিনি তোমায়, কিন্তু
জেনে রেখ মনে মনে তোমায় ছুঁয়েছি বার বার
আমি আসবই কোন একদিন কোন এক ক্ষণে
তুমি শুধু ভালো থেকো জ্যাসপার.

বারোয়ারী : উদয়ন রায়

পাড়ার পুজোয় ,তিনকড়ি ঢাকি আসত পঞ্চমীর রাতে। ৩৫/৩৬ -এর রোগাভোগা একটা লোক। বিশাল ঢাকের আড়ালে প্রায় ঢাকা-ই পরে যেত তার শরীর। কিন্তু বাজনার হাতটা ছিল মিঠে। পাড়ার লায়েক দাদা, সন্তোষ-দা , ফি বছর , যে কিনা পুজোর অবিসম্বাদিত কর্তা , তাকে হাতে ধরে ঢাকের বাজনা শিখিয়েছিল তিনকড়ি ঢাকি। সময় অসময়ে , পুজো প্যান্ডেলে ছেলেছোকরাদের নাচের জন্য পা সুড়সুড় করলে , তিনকড়ি ঢাকি -কে আবদার করা হত ঢাক বাজানোর জন্য । অবশ্য , গোল্ডফ্লেক সিগারেট এক-দুটো বা অষ্টমীর রাতে কারণসুধা-র ভাগ দেওয়া হত , দক্ষিনা হিসেবে। নিজের বারো তের বছরের ছেলেকে নিয়ে আসত তিনকড়ি ঢাকি , শিক্ষানবিস করে। অকালপক্ক ছেলেটা , গেরামের পুকুরে মেয়েদের চান করা-র গল্প বলত আমাদের আর আমরাও খিল্লি করতাম ওকে নিয়ে। আর ঢাকের তালে কাঁশি বাজত , কাঁইনানা কাঁইনানা ।

দশমীর রাতে ঠাকুর ভাসান হয়ে গেলে , শেষ আশ্বিনের মিহি শীতে খালি প্যান্ডেলে-র তক্তা-র ওপর কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমত তিনকড়ি ঢাকি আর ওর ছেলে। পরের দিন , বেলা নয়টা দশটায় , পিঠে বিশাল ঢাক নিয়ে পাড়ার সব বাড়ির দেউরিতে দাঁড়িয়ে , বাজত 'ঠাকুর থাকবে কতক্ষন , এবার যাবে বিসর্জন ...' , ছেলেটা কাঁশি বাজত , কাঁইনানা কাঁইনানা। সব বাড়ির মা-ঠাকুমা , চাল ডাল , পুরনো-নতুন ধুতি , প্যান্ট দিয়ে 'ঢাকি বিদায় ...' দিতেন। তার পর গলির মোড়ে তিনকড়ি ঢাকি আর আর ওর ছেলের রোগাটে সিলুয়েট অদৃশ্য হয়ে গেলে মনে হত , কালতো বিজয়া দশমী হলো , আসছে বছর আবার হবে।

উন্মাদনার মহোৎসবে : আরতি চট্টোপাধ্যায়

বাজিয়ে ডঙ্কা দিচ্ছে হানা
প্রলয় নাচে নাচ্ছে সে যে
কালের হাতে হাত টি ধরে
চলছি মোরা চোখটি বুজে

হাঁসি কান্নার দোলায় বসে
দুলছি মোরা দোদুল দুলে
নেশার ঘোরে বেজায় ক্ষেপে
উন্মাদনার মহোৎসবে।

সাগর পারে বসে মোরা
দেখছি কত ঢেউএর খেলা
আসবে যখন হুড়মুড়িয়ে
বুঝবে তখন বেজায় ঠেলা

পথে ঘাটে হাটে মাঠে
কানা মাছির ভোঁ ভোঁ খেলা
নিমেষ মাঝে শেষ হবে গো
সাঙ্গ হবে খেলাধুলা।

সাস্কাতুন-এ এক বছর : সুদত্তা বোস

জীবন বহিয়া যায় ,নদীর স্রোতের প্রায় ......
আমি কলকাতাবাসি। জন্ম থেকে বড় হওয়া,স্কুল,কলেজ,ইউনিভার্সিটি, তারপর ব্যাংক এর জব...তাও কোলকাতাতেই।
মনে পড়ে গোখলে স্কুলে আমার আনেক বন্ধুরা বলত "এন আর আই কাউকে হাসব্যান্ড হিসেবে পাওয়া দারুণ ব্যাপার" ।কিন্তু আমি তা ভাবিনি কখনই। সাধ ছিল বাঙালি শিক্ষিত ভদ্র লোকের। তাই শশুরালায়টাও কোলকাতাতে আর স্পাউসের জবও। কিন্তু এ কি কান্ড। একদিন হাবি এসে বললেন, ইউনিভার্সিটি চলো ভেরীফাই করতে হবে। কি ভেরীফাই,কেন ভেরীফাই । সেকি উনি সাস্কাতুন সেটল করছেন। পিআর-এর অ্যাপ্লাই হয়ে গেছে, এখন দরকার স্পাউসের তাই আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন। সেই সুত্রেই সাস্কাটুনে । আগে এসেছিলাম একবার, অগাস্ট মাসে । সুন্দর খোলা চারিদিক , রঙ্গিন ফুল, সবুজ ঘাস আর গাছ দিয়ে ঘেরা। বেড়ানোর জায়গা হিসেবে মন্দ নয়। তবে এবারের ব্যাপারটা আলাদা। মাসটা সেপ্টেম্বর তাই ঠাণ্ডা আসতে চলেছে। আর এখানকার ঠান্ডা ? সে তো বরফ! হাড় হিম করা। আমার যে শুধু গরম পছন্দ, ঠাণ্ডায় কি করব ? এই ভেবেই আরও পরলাম অসুস্থ হয়ে।

কিন্তু এ ভারি মজার জায়গা। এখানেও বাঙালি থাকে। আর সুধু তাই নয় , তারা বেশ ভাল... কি সুন্দর এক ই সুত্রে আবদ্ধ। খুব ভাল লাগলো মন্দিরের পূজোয় গিয়ে। একান্ত ঘরোয়া পরিবেশ। যে যার মতো দায়িত্ব ভাগ করে নিয়েছে। নেই কোন রেষারেষি ,মতবিরোধ...এখানে দেবীর আরাধনাই প্রধান উদ্দেশ্য। আর আছে নির্মল আনন্দ নাচ, গান, আঁকা। আমার সেই ছোটো বেলার ভালবাসা যেন জেগে উঠলো হঠাই। বাড়িতে বসে যে ছোট্ট সোনাটাকে নিয়ে দিন কাটানো খুব ই মজার , সেই অনুভুতিটাও পেলাম সাস্কাতুন-এ এসে । আর এখানকার স্কুল , লাইব্রেরি , খেলার জায়গা , ইনডোর আউটডোর পার্ক , এগুলোর যেন তুলনা হয় না । আহা ! আমার মনে হয় আমি এখন মেয়ের সাথে সমাবয়শি হয়ে শুধু বই পড়ি আর খেলা করি। বাচ্ছাদের পড়াশোনা , খেলাধুলা সব ই ভারি ভালোবেসে করান হয় এখানে ।লাইব্রেরি তে বাচ্ছাদের বই গুলো কতো ইনফরমেটিভ...। কি নেই তাতে। এতো ছোট বয়সেই এরা শিখে যায় ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, ইউনিভার্স, সোলার সিস্টেম , নর্দান লাইটস-আরোরা, ডাইনেসর এর টাইপ, তাদের খাবার কি ছিল।

নিজেদের ফুড হ্যাবিট, এলার্জি,হেল্‌থ সম্পর্ককেও কত সচেনতা তৈরী হয়। এখান কার লোকেরাও ভারি অদ্ভত ...চেনা হোক বা আচেনা... দেখা হলেই গ্রীট করে উইথ আ স্মাইল ...। এখন ত মনে হয় আমারই মনে হয় দিস ইস নরমাল ...।

যাইহক,কাটতে চলেছে এক বছর । সাস্কাতুন পরিবার আমাকে কত কি শিখিয়েছে রান্না , আতিথেয়তা , একহয়ে থাকা , একত্রে একটা বড় দায়িত্ত পালান করা ... আর না জানি কত কি । জানতাম হয়ত সব কিছুই ,কিন্তু কি ভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় তা শিখিয়েছে এই সাস্কাতুন পারিবার । কোন নতুন পরিবার এখানে এলে অসংখ্য সাহায্যর হাত তার দিকে বাড়ানো থাকে । এখানকার বেড়ানোর জায়গা গুলোও দারুন। যদিও ওয়াস্কাসু গিয়ে মনে হয়ে ছিল খুব রুক্ষ কিন্তু ব্যানফ শহরটা যে কি সুন্দর তা না দেখলে বোঝা যায় না । ঝরনা , নদী , জলাসয় , পাহাড় এ ঘেরা লেক, জঙ্গল ,ট্রেকিং ..... সবই কি দারুন...
ন্যাশনাল ডেএর দিন এখানে যে গান সুনলাম তাও কত ইনফরমাতিভে । তার মধ্যে দিয়ে জেনে গেলাম এখান কার ৪৮ ন্যাশনাল পার্ক , ৪১ হিস্টরিক প্লেস সম্পর্কে । যাই হোক ভালই আচ্ছি এখানে কিন্তু তাও যেন সবসময় একটা কথাই মনে হয়......

ধন ধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
ওসে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সেদেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সেযে আমার জন্মভূমি,
সেযে আমার জন্মভূমি, সেযে আমার জন্মভূমি।

বাড়ীর দূর্গা পূজা: উপাসনা, উৎসব, উত্তেজনা ও উপলব্ধি : শংকর দাস

প্রথমে সাস্কাটুন-কথা

সাস্কাটুনের দূর্গা পূজা ম্যাগাজিনে এ আমার ২য় লেখা। গতবারের লেখার টাইটেল ছিল : বাড়ীর দূর্গা পূজা: উপাসনা, উৎসব ও প্রভাব। এবারের টাইটেল টা ঢংএ কাছাকাছি মনে হলেও উপলব্ধিতে তার একটা বিরাট ব্যবধান আছে বলেই আপনাদের সাথে সেই ব্যাবধান টা ভাগ করে নেবার একটা প্রয়াস। ...

তার আগে আমার এবং আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে সব্বাইকে আমাদের নমস্কার, প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাচ্ছি। একটা গানের কথা দিয়েও আমাদের এবারের শরৎ শুভেচ্ছার আন্তরিক আশা ও ভালোবাসার প্রকাশ করতে চাইছি। সে গানে অতিথির আগমনে যেমন হৃদয় আনন্দে ও সুরে টৈটুম্বুর হবার কথা আছে তেমনি নীরব নীল আকাশের কথা আর শরতে ফসল কাটার কথাও বর্ণনাও আছে ....

এ সাস্কাচুয়ানের নীল আকাশটা এতো দিগন্ত-বিস্তৃত এবং নীরব সৌন্দর্য্যে ও পরিচ্ছন্নতায় ভরপুর সে কথা আগেও অনেকবার বলেছি আমার আগের কিছু লেখায়। দুপুর রোদে শুয়ে থাকা ফসল যেন সূর্য্য-স্নান করতে করতে প্রকৃতির বিশালতাকে হাতজোর করে প্রণিপাত করছে ...সে স্থান দিয়ে যাওয়া-আসার সময় তাঁর পাশে যখন একটু বসি, তখন মৃদু-মন্দ বাতাসে একটু হিমেল-স্পর্শ থাকলেও সেই বাতাসকে উপভোগ করতে করতে সমস্ত প্রকৃতির বিশালতা মনকে আচ্ছন্ন করে আনে….. আর ধীরে ধীরে একটা অনির্বচনীয় ও অতীন্দ্রিয় জগৎ যেন "দাঁড়ায় আমার আঁখির আগে..."…. সেই মহর্তগুলো শহরের নিরন্তর কোলাহল, অনাহুত ব্যস্ততা ও অযাচিত উত্তেজনার মধ্যে তিলে তিলে কালের অন্ধকার গহবরে চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়। .....তাই সেই উদার অঙ্গনে আর দিগন্ত -বিস্তৃত বিশালতার মাঝে দুদণ্ড বসে তাঁকে প্রাণ ভরে দু চোখ দিয়ে স্পর্শ করে গুন্ গুন্ করে গাই "প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ ...."

প্রথমে উল্লেখিত সেই গানের কথাটা বলার আগে আরেকটা কথা বলি? .....প্রেইরিতে এখন ফসল কাটার সময় এবং ভীষণ দামী ও ব্যস্ত একটা সময়.....এখানকার গ্রামে গ্রামে এখন ফসল কাটার ধুম, বিন বোঝাই করে রাখার আর মার্কেটিং করার ক্লান্তিহীন প্রায়-নিদ্রা-হীন দিন-রাত্রি ওদের....

জানেনকি ভারত এ প্রেইরি থেকে মিলিয়ন্স অফ ডলার্ এর পণ্য (মুসুর এবং অন্যান্য শস্য দানা) কেনে?

সে যাক, যে গানের কথাটা বলছিলাম .....আসুননা আমরা সবাই এবার সে গানটাকে আমাদের "সিগনেচার" গান করি, ২০১৯ এর এ পুজোতে ? সাস্কাটুনের দূর্গা পুজোর ৫০তম বার্ষিকীতে?

সমবেত কণ্ঠে এ গানটি ভীষণ ভালো লাগবে শুনতে। ...আসুন সবাই গাই। ...

শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে ।
আনন্দগান গা রে হৃদয়, আনন্দগান গা রে ।।

এবার বাড়ীর পূজার কথা

আমাদের দেশের বাড়িতে দূর্গা পূজা হয়েছে প্রায় এক শ বছর যার ইতিহাস আকারে, আবেগে, উচ্ছাসে, ঘটনায় ও ঠাসা-স্মৃতিতে এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে আমাদের প্রজন্মের হৃদয়ে । আমাদের এই পুজোকে তিন প্রজন্মে দেখতে পাই: আমার ঠাকুরদার প্রজন্ম, আমার বাবা-কাকাদের সময় এবং আমাদের প্রথম জীবনের সময়. আমার মহা-ঠাকুরমা (ঠাকুরদার মা) ছিলেন আমাদের দেশের বাড়ির প্রতিষ্ঠাত্রী এবং রূপকার. গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় গা শিওরে উঠে যে ওই বাড়িতে জন্মেছেন আমাদের ঠাকুরদা, আমার বাবা এবং আমাদের প্রজন্ম! আমার ঠাকুরদা-ঠাকুরমাকে আমি দেখিনি. আমার বাবা-মা, যাদের কেউ আজ আর বেঁচে নেই, খুব যত্ন করে তাদের সময়কার দুর্গোত্সবের আবেগমথিত গল্প-কাহিনী আমাদেরকে শুনাতেন। আর আমরা অত্যন্ত আগ্রহ, যত্ন ও সম্মানের সাথে মনযোগ দিয়ে শুনতাম । শেষের দিকের ঘটনাবলির সাথে আমরাও সরাসরি জড়িত ছিলাম. আমরা তখন আমাদের শৈশব ও কৈশোর পেরিয়ে সবে যৌবনে প্রবেশ করেছি। আমার বেশ মনে আছে, তখন পূজার প্রস্তুতি

হত বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে যা চলত পুজো পেরিয়ে লক্ষীপূর্নিমা পর্যন্ত্য. সে এক হই হই কান্ড.

যৌবনের উদ্দামতার ফাঁকে ফাঁকে তখন একটু একটু করে বুঝতে পেরেছি যে আমাদের বাড়িতে পূজা হবার ঐতিহাসিক কারণ তিনটি: উপাসনা, উত্সব এবং প্রভাব. উপাসনার ব্যাপারটা ছিল ঘরের এবং তা একান্তই মন এবং হৃদয় থেকে সত:উত্সারিত হয়েছে বলতে পারি. প্রথমে কার উদ্দ্যোগে পূজা শুরু হয়েছিল তা জানার সৌভাগ্য হয়নি. তবে বংশ পরম্পরা পুজো চলার একটা অলিখিত নির্দেশ, সংকল্প, কিংবা ভক্তির কিছুটা নিদর্শন দেখতে পেয়েছি আমার মায়ের(দ্বিতীয় প্রজন্মের) নিরহংকারী মানসিকতা ও ঈশ্বরেরে প্রতি অগাধ ভক্তির প্রকাশ এবং উপাসনার মধ্যে। সেই সাথে নির্বিঘ্ন স্বাস্থ্য এবং নির্ভয় জীবনের প্রত্যাশাতো ছিলই। প্রতি মায়েদের ই এমন প্রত্যাশা থাকে । তৃত্বীয়ত, অন্তিমকালে দূর্গামায়ের অর্থাত ভগবানের চরনাশ্রিত হওয়ার আকুলতা ও সমর্পনের এক নিশর্ত ইচ্ছাও হয়ত কাজ করেছে আমার মায়ের মনে।

সে সময়, আর সব গ্রামের মতই, আমাদের গ্রাম ছিল ছয় ঋতুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এবং ভালবাসায় ভরা ছায়া সুনিবিড় । বর্তমানের যান্ত্রিক জীবনের সাথে তার একেবারেই কোনো মিল ছিলনা । সেখানে আশ্বিন-কার্তিকের শরত- সন্ধ্যা নেমে এলে পুবের দীঘির জল থির হয়ে যেত. পাখিদের কোলাহল থেমে আসত ধীরে ধীরে, আর যেন নেমে আসত আলো-আঁধারে ঘোমটা-পরা প্রকৃতির এক মায়া-ভরা, মোহাচ্ছন্ন পরিবেশ। সেই বিশেষ মুহুর্তে দীঘির দক্ষিন কোনে অতি-সন্তর্পনে এসে দাড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিতেই মনে আসত সেই বিখ্যাত কবিতার চরণ "যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া.. তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনো অন্ধ বন্ধ করনা পাখা...এই ছিল আমাদের গ্রামের বাড়ির সন্ধ্যা-সৌন্দর্যের এক বিরল পরিবেশ ও অনুভূতি!

সন্ধ্যের পর প্রাত্যহিক সন্ধ্যা-সঙ্গীত, সব শেষে আমার জেঠিমার (আমার সেই জেঠতুত দাদার মা) প্রসাদ বিতরণ করতো এবং গুন গুন করে তার কন্ঠে শুনা যেত

" যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহেগো কভু, দ্বার ভেঙ্গে এস মোর প্রাণে ফিরিয়া যেওনা প্রভু...”

কিন্তু হায়! সময়ের ব্যবধানে এবং আধুনিকতার আধিপত্যে সেই সৌন্দ্যর্য্য হয়ে গেছে ম্রিয়মান. অনাবিল সৌন্দর্য্য হারিয়ে আমাদের গ্রাম হয়ে গেছে ব্যস্ততা, অভাব-প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং রাজনীতির এরেনা. যা বলছিলাম, বাড়ির পুজোর হাজারো স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমার এবং আমার অন্যান্য ভাই-বোনদের হৃদয়ে । ওদিন এ নিয়ে কথা হচ্ছিল আমার বড়দার সাথে. একটা স্মৃতি আমার কাছে এখনো বেশ তরতাজা! সেটা হলো ষষ্ঠী পূজার দিনের সকাল. প্রতি বছরের মত সেবারেও প্রতিমার কারিগর মা দুগগার 'চক্ষুদান' করবেন; আমরা সে উপাচার কে বলতাম :ত্রি-নয়ন পূজা। আমি আজও আমার মনশ্চক্ষে সে দিনটাকে দেখতে পাচ্ছি । সে দিনটা ছিল আশ্বিন মাসের একটা সকাল. সে দিন যেন পূব আকাশে সুর্য তার বিশেষ আগমনের বার্তা জানিয়ে গেল সেই কখন। এ যেন "হিয়ার কামস দি মর্নিং উইথ এ গোল্ডেন বাস্কেট ইন হার রাইট হ্যান্ড". তার তেজরশ্মি

যেন পুবের দিঘীর জলকে আলিঙ্গন করে সার করে বেড়ে উঠা নিম তমালের পঞ্চবৃক্ষের ফাঁক গলে আমাদের নাট-মন্দিরের দুয়ার এবং আঙিনাকে আলোকিত করে দিলে. মনে হলো এ যেন "প্রথম যুগের উদয় দিগংগনে, প্রথম যুগের উষা নেবে এলো যবে, প্রকাশ পিয়াসী ধরিত্রী বনে..."

সেই কোন ভোর-সকালে আমার মা ঘুম থেকে উঠে স্নান করে এসেছেন - সচরাচরের কাপড় ছেড়ে গরদের শাড়ী পড়েছেন. আবার সে শাড়ীর আঁচল দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে যখন আমাদের ঐতিহাসিক নাট-মন্দিরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর কপালে লাল-সিন্দুরের ফোঁটা এবং সিথিতে সে সিন্দুরের রেখা উজ্জল হয়ে উদ্ভাসিত। সেই অবয়বে তাকে কী অপূর্ব লেগেছিল সে আর কী বলব। সেটা আমার মনশ্চক্ষে ও হৃদয়ে চিরদিনের জন্যে গাঁথা হয়ে আছে - অম্লান ও অক্ষয় হয়ে আছে.

ততক্ষণে ঢোলু-দার কান ঝাঝানো, হৃদয় কাঁপানো ঢাকের বাজনার আহ্বান শুনে বাড়ির, পাড়ার এবং গ্রামের অনেকেই ত্রস্ত্য পায়ে আমাদের মন্দিরের সম্মুন্খে ভীর করেছে মা দুগ্গার তৃ-নয়ন উপাচার

দেখবার জন্যে. আমার মা ততক্ষণে দুগ্গা-প্রতিমার একেবারে সামনে গিয়ে আলতো পায়ে দাড়ালেন. সহাস্যবদনে যেন বির বির করে জানতে চাইলেন - এত দিন পরে এলে? ভালো আছ তো? সব কুশল তো? এ যেন নিজের মেয়ের বরের বাড়ি থেকে বাপের বাড়ি এসে পৌছুবার পরের আবেগ-প্রবন মায়ের জলভরা চোখের প্রশ্ন, আকুতি, ব্যস্ততা ও মনের উচ্ছাস। আমার মা ঘাড় ফিরিয়ে যেন কাদের বললেন - ওরে ঢাক বাজা! উলু দে! সে সাথে ধূপের এবং ধূপ কাঠির ধোয়ার পুজো-পুজো গন্ধ এবং আমাদের প্রিয় ঢোলু-দার নিপুন হাতের ঢাক বাজনা সব মিলিয়ে যেন একটা ভাব-গম্ভীর পরিবিশের সৃষ্টি করেছো

সেই হৃদয় কাঁপানো ঢাকের শব্দের মাঝে আমার মা তখন বাবাকে ইতি-উতি করে খুজ করছেন (এ যেন পতির পুন্যে সতীর পুণ্য নহিলে...). বাবা তখন ত্রস্ত্য পায়ে মার পাশে এসে দাড়ালেন। দুজনে চার হাতে মঙ্গল-কুলায় রাখা ধান-দুর্বা দিয়ে দূর্গা মায়ের চরণ ছুলেন। মঙ্গলদীপ জ্বেলে মা-দুর্গার মুখ দর্শন করলেন. হাত জোর করে প্রনাম করলেন। আমাদেরকেও আদর করে কাছে ডেকে প্রনাম করতে বললেন। ও পাশে মন্ডপের আরেক কোনে ভাব গদগদ স্বরে আমাদের পুরোহিত মশাই মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। একে একে বাড়ির এবং পাড়ার সবাই ধান-দুর্বা এবং উলু-ধ্বনি দিয়ে দূর্গা মাকে বরণ করলেন। তারপর সবাই হাত জোর করে এবং পরিশেষে সাষ্টাঙ্গে প্রনাম করলেন. সেই সাথে ত্রি-নয়ন উপাচার সমাপ্ত হলো.

ততক্ষণে সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেছে। পরিষ্কার ধোয়া-মুছা বাড়িতে দুপুরের নিরামিষ খাবার যেন বিশেষ একটা পরিবেশ সৃষ্টি করত। দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল হলো, আমরা উঠতি বয়সের যুবকরা প্লান করলাম সন্ধ্যে বেলা কী করে ধর-দের বাড়ি থেকে সবার অলক্ষ্যে স্থল পদ্ম পেরে আনা যায়. কী করে সারা রাত সে ফুলগুলিকে শিশিরে উন্মুক্ত করে রাখা যায় যাতে সেগুলি তাজা থাকে সপ্তমী পূজার সকাল পর্যন্ত - সেসব আলোচলা হত, এবং তাতে একটা চাঁপা উত্তেজনাও অনুভব করতাম, ইত্যাদি..

এমন হাজারো মুহূর্তের সমষ্টিতে আমাদের দীর্ঘ দিনের পূজার স্মৃতির ঘর পূর্ণ হয়ে আছে. পূজার উপাচারে ও আবেগপ্রবণ মুহূর্তের বিন্যাসে সেই ঠাসা-স্মৃতির মানসঘরে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে দেখতে বেশ ভালো লাগে. বিখ্যাত লেখিকা প্রতিভা বসু বলতেন "স্মৃতি সততই সুখের". আমার আজ তা ই মনে হয়েছে. সে কারণেই হয়ত মনের অজান্তেই চোখের কোন কখন জলে ভরে উঠেছে, কখন টুপ করে দু-ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়েছে টের পাইনে।

উত্সবের ব্যাপারটা ছিল মনের আনন্দ ও পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশীদের নিয়ে বছরে অন্তত একবার আনন্দ করা, নতুন পোশাক পরিচ্ছেদ কেনা, এবং অষ্টমীপূজার দিন দুপুর বেলা পাড়া প্রতিবেশীদের ও গ্রামের অন্যান্যদের নিমন্ত্রণ করে

ভুরিভোজন করানো এবং সন্ধ্যেতে বাবা-কাকার বন্ধু বান্ধবদের ডেকে পূজার মিষ্টি খাওয়ানো এবং পরে সন্ধ্যারতি ও প্রার্থনা সঙ্গীতের আয়োজন, এবং সবশেষে ঘটা করে ধুপ-প্রদীপ এবং বাজনার প্রতিযোগিতার আয়োজন.

উত্তেজনা আর প্রভাবের ব্যাপারটা ছিল বাহ্যিক, পুরুষ প্রভাবিত এবং 'পাওয়ার' -আবর্তিত অবস্থানের এক স্ট্রাটেজিক ডেমনস্ট্রাসোন. এ যেন সমসাময়িক কালে বাড়ির ঐতিহ্য এবং প্রভাব প্রদর্শনের এক প্রকারের অলিখিত কিন্তু সফল প্রচেষ্টা। এর কারণটা সম্ভবত বাবা এবং পরবর্তী সময়ে আমার জেঠতুত ভাই - এ দুজনার স্থানীয় এলাকার সাথে ওতপ্রত ভাবে জড়িত থাকার কারণ থেকে হয়ে থাকতে পারে।

উপলব্ধির কথাগুলো এরকম: এ সংসারে সব কিছুরই হয়ত একটা পরিনতি আছে. এত বছরের পুজোর উজ্জল ইতিহাস এবং হাজারো ঘটনারও একটা পরিনতি আছে. লোকে বলে, এক বাড়িতে তিন প্রজন্মের অধিক সময় বসবাস খুব বেশি চোখে পড়েনা. আমাদের বাড়ি হয়ত সেই অপ্রতিরোধ্য পরিণতির দিকেই যেতে চলেছে. তা যেন শুরু হলো পুজোর পরিনতি দিয়ে. পারিবারিক এবং অন্যান্য কারনে আমার বাবা এবং কাকা পারিবারিক পূজার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে সার্বজনীন পূজার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সে উদ্দেশে সার্বজনীন পূজা করবার আয়োজন করলেন. তাতে ঘটল বিশেষ কিছু পরিবর্তন। হলো নতুন সংযোজন. আমাদের বাড়ির পুজো উঠে এলো সর্বজনীন রামকৃষ্ণ আশ্রম মন্দিরে। আমাদের নতুন প্রজন্ম সে বছর পুজোর ভার গ্রহণ করলো।

তার কিছুদিন পর আমি বাড়ি ছেড়েছি - বাড়ি ছাড়ার সে-অনেক কাহিনী আরেক সময় বলার ইচ্ছা রইলো । তারপর দুই দশকের বেশি সময় পার হয়ে গেছে।

গত ২০১১তেসেই সর্বজনীন পুজোয় থাকার সুযোগ হয়েছিল৷ অন্য এক কারণে মন বেশ পীড়িত থাকলেও দল বেধে সেইপুজোয় গিয়েছিলাম. আমাদেরকে কাছেপেয়ে নবপ্রজন্মের সে কী উল্লাস এবংউচ্ছাস! আথিতেয়তার আতিশয্যে অস্বস্তি বোধ হলেও দীর্ঘ দিন পর সেই মন্ডপে আবার সময় কাটানোর এক নস্টালজিয়া আমাকে গভীর ভাবে আবেগাপ্লুত করেছিল. অনেক কথা ই মনে এলো তখন।

এর ফাঁকে দেখলাম পূজার পুরোহিত মশাই বসে আছেন. পুজোর সময় পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পূজার সামগ্রী সব যোগাড় হয়নি । কেমন খটকা লাগলো ! দেখলাম উপাসনার সামগ্রী যোগাড়ের সশ্রদ্ধ ব্যস্ততা ফেলে অন্য কিছুতেই যেন অনেকের ই বেশ ব্যস্ততা. বুঝতে কষ্ট হলনা, আমাদের নিজেদের পাড়ার পুজাতেই এখন দুটো গ্রূপ হয়ে গেছে - একটা অলিখিত ভাগ বিরাজ করছে পুজোর বিভিন্ন কাজ সমাপনের ক্ষেত্রে.... উপাসনাটাকে যেন সেখানে গৌন ব্যাপার মনে হলো, মনে হলো পূজার স্পিরিটটা যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে --- মনটা খারাপ হয়ে গেল । আমাকে একজন এসে বললে, দাদা এমন করে দাঁড়িয়ে কী ভাবছেন? কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু ভাবার আগেই সন্ধ্যা নেবে এলো. শহরে ফিরে আসতে হবে - কাকা-শ্বশুরের নির্দেশ. তাই ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে এলাম শহরে.
সেখানে এসে আমার কাকা-শ্বশুরের কাছ থেকে সেই দু গ্রূপের কীর্তি-কান্ড শুনে এ উপলব্ধি হলো যে: মানুষের চোখ, মস্তিস্ক এবং হৃদয়টাকে এ প্রকৃতির এক ভুল নির্বাচন। এ গুটি কয়েক মানুষের এই পুজো - তাতেই এতো অসভ্যতা! এ পৃথিবীর যে দিকেই তাকাই সেখানেই মানুষের আধিপত্য ! সে কারণেই পৃথিবীর এতো কষ্ট আজ। কেননা মানুষের অসভ্যতায় এবং আস্ফালনে পৃথিবীটা একেবারে জড়সড়। ....রবি ঠাকুরের “পৃথিবী ” কবিতাটি মনে এলো।
কানাডাতে ফিরে আসার সময় প্লেনে বসে ভাবছিলাম কত কি .... আমার গ্রাম - আমার বড়ো ভালবাসার পল্লীগ্রাম যেখানে আমার জন্ম! আজন্ম যেখানে বুক ভরে বাতাস নিয়েছি নির্ভয়ে, দৌড়ে-খেলে, হেসে-কেঁদে বেড়িয়েছি, আর কত কী গান গেয়ে বেড়িয়েছি। যেমন "আকাশ ভরা সূর্য্য তারা বিশ্বভরা প্রান, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান, বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রান..." এর মত নাড়ীতে টান লাগনো ও হৃদয় মাতানো গান গেয়ে বেড়িয়েছি ! তাই সেই গ্রাম, সেই পরিবেশ, সেই পৃথিবীর নানারঙের দিনগুলোর উন্মাতাল গন্ধ ও স্পর্শের কথা মনে এলো ফিরে ফিরে. আমার শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনের সাথে জড়িয়ে থাকা আমাদের

বাড়ি - যে বাড়িতে জন্ম নিয়েছে কত প্রিয়জন যাদের অনেককেই আমার দেখা হয়নি, কথা হয়নি, জানা হয়নি. গত দুই দশকের কথাই বলি - যখন আমি বাড়ি থেকে অনেক দুরে ছিলাম - কত প্রিয়জনকে না চীরদিনের জন্যে হারিয়েছি! তার মধ্যে আমার মা অন্যতম! কিন্তু সেই প্রিয়জনরাই আমাদের বাড়ির পুজোর উপাসনা, উত্সব এবং প্রভাবের সাথে এবং কতনা অনুসঙ্গে জড়িয়ে ছিল! আজ তারা কোথায় চলে গেছে! তাই নিভৃতে সেই গ্রামকে দূর থেকে প্রনাম জানিয়ে বলতে চাইলাম "গ্রহণ করেছ যত, ঋনী তত করেছ আমায়..."
এসব ভাবতে ভাবতেই ফিরে এলাম কর্মস্থল সাস্কাটুন, যা আমার গ্রাম এবং বাড়ি থেকে বহু দুরে এই পশ্চিমের দেশে । এখানে এই সাস্কাটুনে এসেও পুজোর সাথে জড়িয়ে গেছি সেই ১৯৯৫ সন থেকে - আজ থেকে ২৪ বছর আগে। ..... আজ ২০১৯ - সাস্কাটুন দূর্গা পূজ্যর ৫০ বছর….. যাঁরা এ পুজো শুরু করেছিলেন তাঁরা আর কেউ বেঁচে নেই, প্রতি বছর পুজো এলে এটা মনে আসে ....আর রবি ঠাকুরের এই গানটা মনে আসে.... এ "শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা...শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা..."

আবারো পুজোর প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইলো। ..... পুজোটা খুব ভালো কাটুক আপনাদের

=খুব ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন=

শঙ্খ : সোনালী রায়

আমাদের হানিমুন ছিল সিকিমে তার কয়েক মাস বাদে আমরা পুরিতে বেড়াতে যাই। বেশ ভালোই ঘুরেছিলাম পুরি। ৭দিন মোট ছুটি ছিল । পুরীর সমুদ্রর সামনে আমাদের হোটেল ছিল বলে সুযোগ হলেই বীচ-এ চলে যেতাম। বীচে মানুষের ভীড়ে মাঝে নানান রকমের ফেরিওয়ালা ঘুরে বেড়াতো আর নানা জিনিস নিয়ে এসে এটা নিন ওটা নিন বলে সওদা করত । আপনাকে কমে দিয়ে দেব ইত্যাদি বলে যেত। বেশির ভাগ ফেরিওয়ালাকে-ই ফিরিয়ে দিতাম আমরা। তো এক দিন বিকালে আমরা বীচে বসে আছি। একটি ফেরিওয়ালা আমাদের কাছে এসে অনুরোধ করে একটি শঙ্খ নেওয়ার জন্য, আমরা বলি "দেখো আমরা পয়সা নিয়ে হোটেল থেকে বেড়োইনি। আমরা এই সামনের হোটেলে আছি এখন একটু হাওয়া খেতে বেড়িয়েছি পরশুই চলে যাবো তাই পছন্দ হলেও নিতে পারছি না"। তা সত্বেও ১৫,১৬ বছরের ছেলেটি, ছোট খাটো চেহারা, গায়ের রং কালো বললেই চলে, পরনে ময়লা আধ খোলা শার্ট আর পাজামা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, একগাল এসে বলে

"আমি কালকে আপনাদের হোটেলে গিয়ে পয়সা নিয়ে নেবো"।
আমি বললাম "তোমাকে তো হোটেলে ঢুকতে দেবেনা"।
ছেলেটি বললো "আপনি রুম নাম্বার বলে রাখুন গেটের কাছে, আমি আসলে আপনাদের ফোন করে ডেকে দেবে, আমার কোনো অসুবিধে হবে না"।
আমি আবার বললাম "আমরা কিন্তু পরশু চলে যাবো তুমি এস কিন্তু"। ছেলেটা মাথা নেড়ে আমার হাতে শঙ্খ দিয়ে আবার একগাল হেসে চলে গেলো।

আমরা হোটেলের গেটম্যান কে বললাম একটি ছেলে আসবে কালকে পয়সা নিতে আমাদের রুম নামবার বলে বললাম আসলে আমাদের কল করতে , পরের দিন সকাল হল কোনো ফোন এলো না। আমরা গেটে জিজ্ঞাসা করি। আবার বিকেল হয় কেউ আসে না। এবার আবার বীচে গিয়ে ছেলেটাকে খুঁজি না কোথাও দেখতে পাই না। বীচের অন্য ফেরিওয়ালাদের জিজ্ঞাসা করি। সবাই বলে ওরা কেউ দেখি নি। মনটা খুব মন খারাপ হয়ে যায় ছেলেটিকে পয়সা দেওয়া হলোনা বলে।

আর কখন ও আসবে ?! আমরা তো কালকে সকালে চলে যাবো।

আজও সেই শঙ্খ টি আমার কাছে আছে., এতদিন পরেও, একটা সরল মুখ কিশোরের স্মৃতি হয়ে।

They exist : Shamik Chanda

*(Dedicated to the generation who witnessed/ have been witnessing **the 50 years** we are celebrating today)*

They Exist;
Not the way we do today,
But the way we will one day…….

We don't see ourselves as one of them,
A part of the same life they share too.
But they weren't born like that –

We don't realize, we are mortals too;
However we strive to procrastinate,
Will emulate the life's own process.

But they know it;
With few more cycles of time
We'll alleviate the true nature of life;

And life will be the same,
Since its fidelity doesn't treat one differently;
Rather finds an expression in the way it is…..

An ode to my grandson : Pabitra Peter Sen

(Welcome To my Grandson Evan Lucas Boyd - Born April 23,2003)

Everyone listen to me and cheer
The Angel is Finally here
The light of his parents
A darling of Dida and Dadu
He is cute and Handsome
And stares like a grown up too!
Welcome Evan to this world
And make it a better place to live
Because we are pretty sure
you will have lots to give.

Our Golden Feelings : Sudatta Bose

Being a part of Saskatoon Durga Puja Association especially in this Golden Jubliee Year itself is a Privilege .

It's so thrilling to think that this Puja started in the year 1969 , when many of us were not even born. Even we feel inspired to have some of the pioneers who started the original Puja, still actively mentoring and motivating us to finish this mammoth task with success.

Usually it's a one day celebration .However this year being special we have three days to worship our beloved Goddess along with Her four kids.

Like last year my spouse being the treasurer is geared up for his responsibilities.

I myself being a part of the decoration team is looking forward for a golden theme for our Goddess Dashabhuja.

Our five year old daughter is overjoyed about her performance in the cultural event during the Puja.

Altogether we are eagerly awaiting a great event.

লেখাই আঁকা : Sudatta Bose

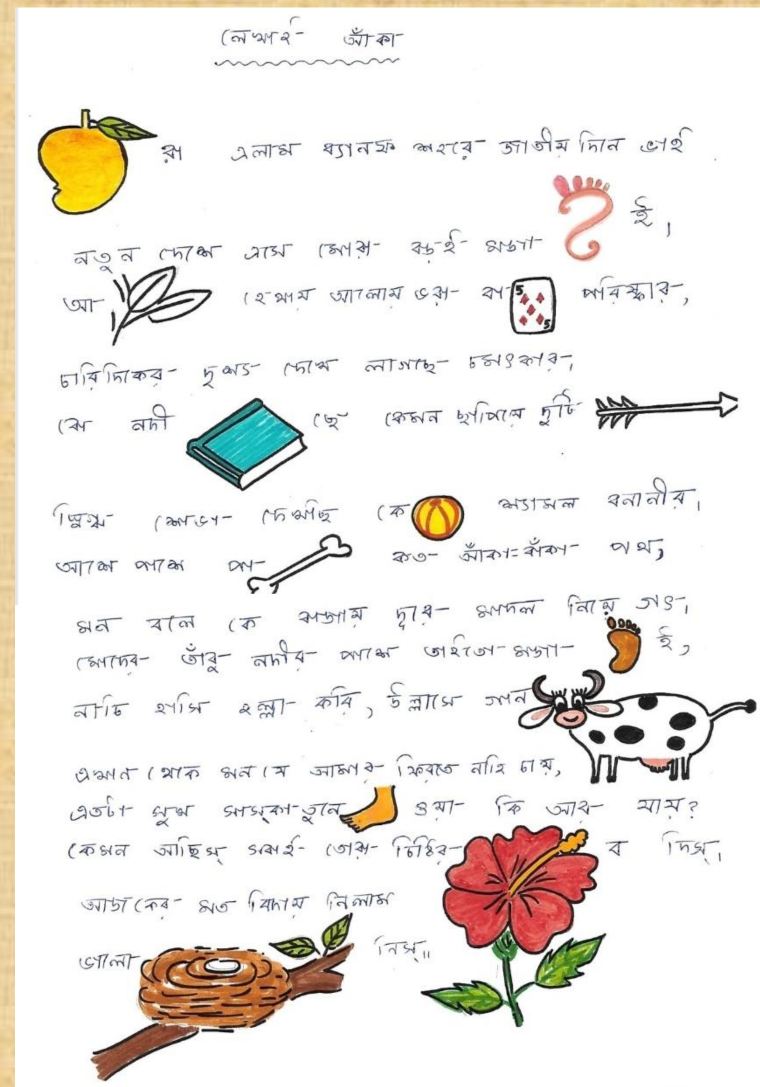

প্রেইরীতে পরবাস : অনিন্দ্য গাঙ্গুলী

আমার দুর্গাপুজো শুরু হোত ধুনোর গন্ধে। আমার মা ষষ্ঠী থেকে অষ্টমী পর্যন্ত, প্রতিদিন ভোরে উঠে ধুনো দিতো। তাপর আমাদের তিন ভাইবোনের মঙ্গল কামনায় প্রত্যেকের মাথায় একটা করে এক টাকার কয়েন ছুঁইয়ে ঠাকুরের পায়ের কাছে রেখে দিত। কয়েন টা কপাল স্পর্শ করলেই, ঠান্ডায় কুঁকড়ে যেতাম, ঘুম জড়ানো চোখে বেশ ভালোও লাগত বটে। আমরা আমাদের ভালোলাগা নিয়ে বিশ্লেষণ করিনা খুব একটা। ভালো তো লাগে, কিন্তু কেন যে ভালো লাগে, সেকথা আর কজনই বা ভেবে দেখি। আমি অনেক ভেবে দেখেছি কেন ভোরবেলার ওই কয়েনের ঠান্ডা পরশ এতো ভালো লাগত। কেনোই বা মনে পরে এখনও সেই কথা। বুঝেছি পরিবারের মধ্যে বাঁধা পরে থাকার যে আনন্দ তা হয়তো কোথাও ছুঁয়ে যায় আমাকে। সেই জন্যেই বোধহয় মা র আঁচলের নিচে নিরাপত্তার ওম নিতে নিতে আবার ঘুমিয়ে পড়তাম। এরপর সময় অনেকটা বয়ে গেছে, পড়াশোনার জন্যে ঘর ছেড়েছি। সময়ের হাত ধরে সাস্কাটুন এ এসে পড়ি আগস্ট ১৯, ২০১৩ তে। আমার পৌঁছাবার মাস দুএক এর মধ্যেই দুর্গাপুজো পড়েছিল। প্রথম সেমেস্টারে কোর্সওয়ার্ক ছিল। শুনেছিলাম এই শহরে কোথাও একটা পুজো হয়। যথারীতি পুজোর পরের সপ্তাহে পরীক্ষাও পড়ে। বাঙ্গালি কমিউনিটির কাউকে চিনতাম না সেভাবে। শুনেছিলাম মেম্বারশিপ ফি ২০ ডলার। তখন সবে এসেছি, আর ছাত্রদশায় ২০ ডলার অনেকটাই। কাউকে চিনি না, আর পরীক্ষাও আছে, শুধু শুধু খরচ করে দুর্গাঠাকুরের সাথে সাক্ষাৎ নাই বা করলাম, কি আসে যায়। মনটাও বেশ খারাপ ছিল, দেশে ফেলে আসা পাড়ার পুজোর জন্যে। শীর্ষেন্দু বলেছিল, "অনিন্দ্য চিন্তা করিস না, আমরা অনলাইনে অঞ্জলি দেব। শীর্ষেন্দু আমার বন্ধু, মুম্বাই এ থাকে। ওর সাথে সেবার স্কাইপে অঞ্জলি দিয়েছিলাম মুম্বাই এর এক পুজো প্যান্ডেল এ। এরপর হঠাৎই আমার জীবনে এসে পড়ল অনীশ দা আর অনির্বাণ দা (অনীশ কুণ্ডু, অনির্বাণ সিংহ)। এদের উদ্যোগেই বাঙ্গালি কমিউনিটির ইনডোর পিকনিক এ দেখা হল অনেকের সাথে। সেদিন পিকনিক এর শেষে দুর্গাপুজোর মিটিং ও ছিল। ঘরের কোনায় বসে আমি চুপচাপ দেখছি দারুণ এক আলোচনা জমে উঠেছে। কেউ বলছে ২ দিন নয় পুজো ৪ দিন হোক। কেউ বলছে আমি এবার আর প্রেসিডেন্ট হব না, অন্য কেউ হোক। আর সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় ছিল এক বয়স্ক ভদ্রমহিলা, মাঝে মাঝেই বলে উঠছেন "ক্যান আই সে সামথিং?" আর তারপরেই সুযোগমত দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিচ্ছেন নিজের মতামত। পরে জেনেছিলাম উনি আমাদের সবার প্রিয় আরতি মাসি। আমি দেখছি ঠোঙ্গা তে চপ মুড়ি ছাড়া, মিটিং এর ধরন আমার পাড়ার মতই। তবে হ্যাঁ, দেশে কথা বলবার জন্যে কেউ অনুমতি চায় না। "এই তুই চুপ কর"- বলে জোর করে চুপ করিয়ে দেয়। আমরা তো স্মৃতির উপর ভর করে বাঁচি। তাই আমাদের অভিজ্ঞতা গুলোর সাথে পুরানোর স্মৃতির মিল খুঁজে পেলে দারুণ ভালো লাগে। এটাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সেবার পুজোর আগে অবশ্য আমার পা ভেঙ্গে যায়, তাই ঠাকুর আনা, খাবার পরিবেশন, মন্দির পরিষ্কার- কোন কিছুতেই আর অংশ নিতে পারিনি। এর পরেও চারটে দুর্গাপুজো কাটিয়েছি আমি সাস্কাটুনে। আর প্রত্যেকবারই একটু একটু করে মিশে গেছি এই পুজোটার সাথে। কখনো মুন্নীদি যত্ন করে গান শিখিয়ে দিয়েছে, পুজোর সময় গেয়েছি সবার সাথে। গানের রিহার্সালগুলোর রাতে গল্প আর ভুরিভোজগুলো অবশ্য উপরি পাওনা ছিল। এছাড়া পুজোর বাজার, ঠাকুর আনা , মন্দির সাজানো, খাবার পরিবেশন আর সবার শেষে মন্দির পরিষ্কার- এভাবেই পরিবারের মধ্যে থাকার আনন্দ খুঁজে পেয়েছি। গতবছর সোমনাথ আর বাকি সবাই এর এর সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে পুরো পুজোর রান্না করা টা একটা বড় দায়িত্ব ছিল বটে। তা অবশ্য ভালো ভাবেই উতরে গেছিলাম, আর পাড়ার পুজোতে অনেক কিছু যা করার সুযোগই পায়নি, সাস্কাটুন এর পুজোতে তার অনেক কিছুরই স্বাদ পেলাম এই গত কয়েক বছরে। আর '২০ ডলার অনেকটাই, তাই বাদ দি' থেকে 'পুজো হলে চাঁদা তো দিতেই হবে' এই অনুভবের পরিবর্তনই বুঝিয়ে দেয় যে এই পুজো আমার হয়ে উঠেছে আর আমিও এই বাঙ্গালি পরিবারের কেউ একজন হয়ে উঠতে পেরেছি। দেশের মত প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে পুজো দেখা হয়তো এখানে নেই, কিন্তু

এখানে সবার মধ্যেই একটু একটু করে দুর্গাপুজো লুকিয়ে আছে। অনীশ দা আর অনির্বাণ দার সাথে দেখা না হলে হয়তো বাঙ্গালি কমিউনিটিতে আসাই হত না। মুন্নীদি শঙ্কর দা না থাকলে হয়তো বা গান গাইতাম না পুজোতে। সুপ্রতিম দা, আত্রেয়ী দি, উদয়ন দা, অরিন্দমদা দের মত আরও অনেকে না থাকলে, এতো হইহুল্লোড় করে এ পুজো হতোই বা কিভাবে। এরা সবাই আমার এই পরবাসে দুর্গাপুজো কে একটু একটু করে বয়ে এনেছে। আর আমি সময়ের সাথে সাথে সেগুলোকে আপন করে নিয়েছি, তাই অনেকগুলো পুজোর প্রয়োজন পড়েনি আর। এবছর আমাদের সাস্কাটুন এর পুজো পঞ্চাশএ পা দিল, সবাইকে আমার অনেক শুভেচ্ছা আর আন্তরিক ভালোবাসা। আমার এখানকার পড়াশোনার পাট শেষ, তাই আমি কাজের প্রয়োজনে এখন অন্য শহরে। তবে আমি নিশ্চিত আমাদের এই পুজো আরো অনেক নতুনের জীবনে তাদের দুর্গাপুজোকে বয়ে আনবে। আর আমি নতুন শহরে আরও একটা সাস্কাটুন এর পুজো খুঁজে বার করবার চেষ্টা করব।

আমার অনুভব : অনুলেখা রত্না ব্যানার্জী

স্বদেশ ছেড়ে কর্মসূত্রে
সাস্কাটুন-এ এসে,
আপন করে নিয়েছে সবাই
আমাদের ভালোবেসে|
ইচ্ছে হলেই পারি নাতো
ছুট্টে দেশে যেতে,
পরস্পরে হাসি মজায়
তাই আমরা উঠি মেতে|
আমাদের যত পুজো-বড়দিন-নববর্ষ
কত আনন্দ উৎসব!
ক্লান্তি কাটানো বিনোদনে
ভালো লাগার এই অনুভব|
কন্‌কনে শীত বরফ ঝরা
মন খারাপের দিন গুলি,
ভুলতে যে তাই সবাই বানাই
নানান্ রকম পিঠে পুলি|
প্রকৃতির এতো রূপ মাধুরী
দেখিনি কখনো আগে,
দিগন্ত জোড়া রাঙা মেঘ আলো
মনে বিস্ময় জাগে!
এখানে বিজয়া কিংবা বর্ষবরণের
মিলন মেলায় এসে,
খুশিতে মন ভোরে যায়
বুঝিনা রয়েছি যে বিদেশে|
দূরে থাকার কষ্টটাকে
এমনি করেই ভুলি,
মিষ্টি মধুর গল্প গানে
হৃদয় ভোরে তুলি|

এখানে নবীন - প্রবীণ মিলে মিশে
হই এক মন - এক প্রাণ,
আগামী দিনেও সকলে মিলেই
মোরা রচিব ঐকতান

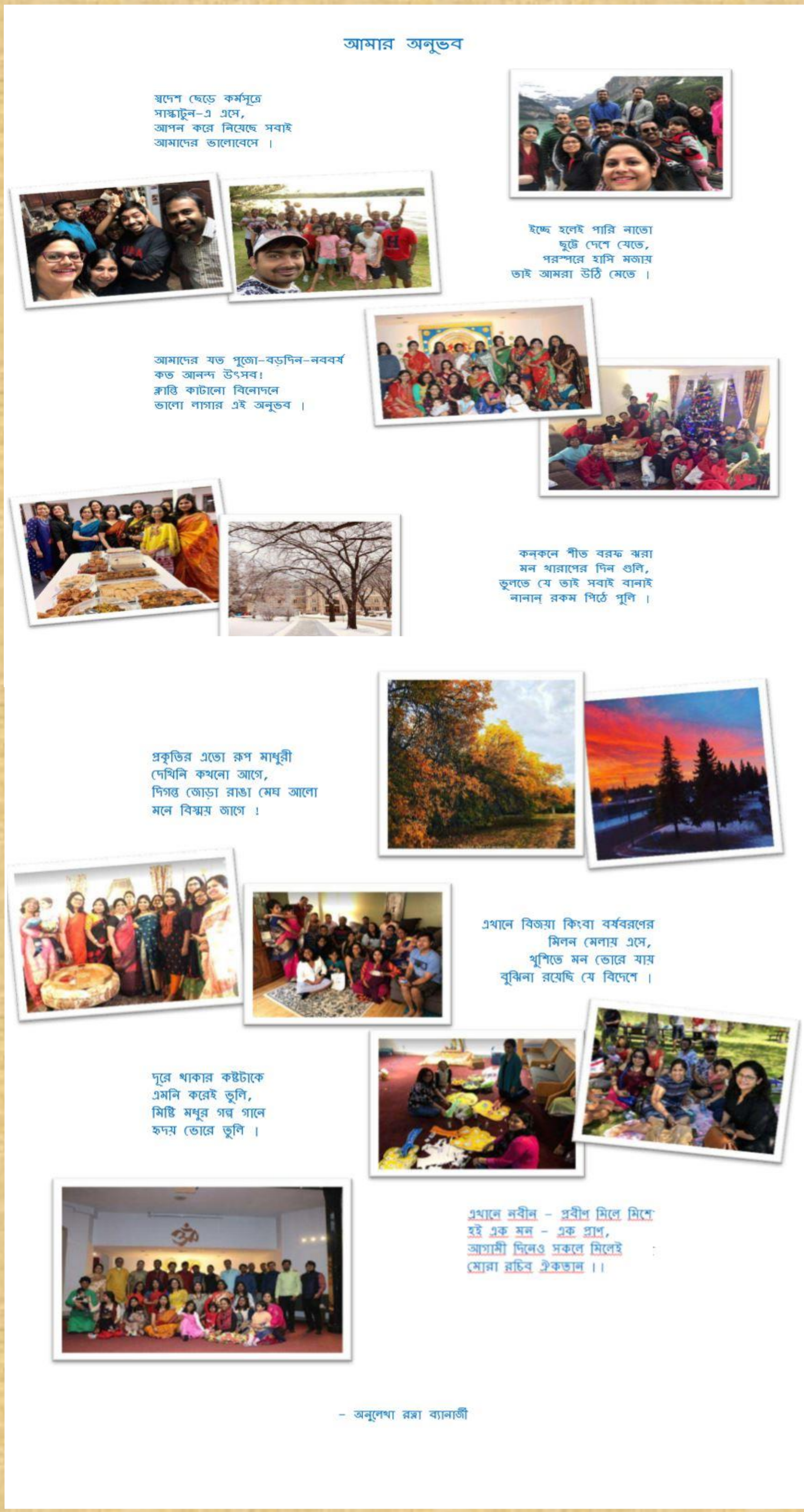

দূর্গা পুজো awesome পুজো : কোহিনুর দেবরায়

দূর্গা পুজো awesome পুজো, বাঙালিদের আনন্দে ভরা,
এখনো মনে পরে প্যাণ্ডেলের ছোটা-ছুটি আর মা কাকিমারদের বকুনি করা

দূর্গা পুজো awesome পুজো, আমার মতোই কনসেপ্ট তা হয়েছে চেঞ্জ,
এই প্রবাসে সব কিছুই schedule করতে হয়, নেই আর সেই টানা ছুটির range

দূর্গা পুজো awesome পুজো, নিয়ে আসে আমার সেই fond memory,
যখন সকাল বিকেল নতুন জামা পরতাম আর সঙ্গে হতো ফুচকা, এগরোল আর খিচুরী

দূর্গা পুজো awesome পুজো, থাকতাম আমি মায়ের পাশে, যখন কাটা হতো ফল,
দিতাম জলদি করে জোর হাতে পুষ্পাঞ্জলি, আর লুকিয়ে দেখতাম মায়ের চোখের কোনের জল

দূর্গা পুজো awesome পুজো, তখন ছিল অনেক সময়, ছিলোনা স্মার্টফোন যে হাতে,
তবে আমার prairieর পুজো টাও কিন্তু বেশ কাটবে with fall colours এন্ড পাম্পকিন spice latte

আমাদের সাস্কাটুনের দূর্গাপূজা : সংযুক্তা ও পলক

আমাদের সাসকাটুনের দূর্গাপূজো

সংযুক্তা ও পলক

শুভ্র কাশফুলের হিন্দোল, শিউলির মনমাতানো গন্ধ, নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মত মেঘের খেলা বাঙালীর মনে জাগিয়ে তোলে দূর্গামায়ের আবাহনবার্তা। মহালয়ার ভোরে স্বর্গত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মায়ের আগমনী বন্দনা কয়েক প্রজন্মের বাঙালীর কাছে দূর্গাপূজোর সূচনা। Tradition ও ঐতিহ্যকে ধারণ ও বহন করেই কোনো জাতি নিজেদের অস্তিত্বর পরিচয় রেখে যায় এই পৃথিবীর বুকে। দূর্গাপূজো বাঙালীর জীবনের তেমনই এক ধর্মীয় ও সামাজিক traditional অনুষ্ঠান। আমাদের কাছে ধর্মের চেয়ে সামাজিক মেলবন্ধনের গুরুত্ব অনেক বেশী দামী। সুদূরপ্রবাসে একত্রিত কতিপয় বাঙালীর বাঙালীয়ানা বজায় রাখার প্রথম পদক্ষেপ হলো দূর্গাপূজোর প্রবর্তন। আমরা বড়ো হয়েছি কলকাতায়। পূজাবার্ষিকীর নতুন গল্প,নতুন গান, ঢাকের আওয়াজ,অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দেওয়া, একদিন দক্ষিণ কলকাতা তো আরেকদিন উত্তর কলকাতায় ঠাকুর দেখা, পরিবার ও বন্ধুদের সাথে খাওয়াদাওয়া আমোদ করাই ছিল প্রধান আকর্ষণ। পাড়ার পূজোতে থাকত কিছু cultural involvement। সুদূর সাসকাটুনে ভিন্নভাবে পেলাম দূর্গাপূজোর স্বাদ। কতিপয় বাঙালী পরিবারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল সাসকাটুন দূর্গাপূজা সমিতি। এর ইতিহাস নিশ্চয়ই কেউ লিখবেন। আমরা লিখব সাসকাটুনের ১১ টা দূর্গাপূজার স্মৃতি, জীবনপাতায় লেখা অনাবিল আনন্দ ও সুখের অনুভূতি । পূজোটা হোত হয়ত একদিন কিন্তু তার প্রস্তুতি চলত ১মাস ধরে প্রবল উন্মদনার সাথে। পূজোর মাসখানেক আগে হোত meeting তার সাথে উপাদেয় eating। সন্ধ্যাবেলায় চলত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অনুশীলনী, সারাদিন কাজের পরে সেই সন্ধ্যাগুলো ছিল ভীষণ আকর্ষণীয়। মনেই হোত না আমরা সুদূরপ্রবাসে পড়ে আছি। পূজোটা বাঙালীরা করলেও তাতে নিমন্ত্রিত থাকতেন অন্যান্য ভারতীয়রা এবং অভারতীয় অনেকেই। এই পূজোতে আমরাই হতাম বাজার সরকার, আমরাই রাঁধুনী, আমরাই ঠাকুর সাজানোর কারিগর, আমরাই বিচিত্রানুষ্ঠানের শিল্পী। কোথা দিয়ে যে কেটে যেত দিনগুলো – বন্ধুত্ব ও ভালবাসার সমন্বয়ে তাই তখন এতোটুকু মনে পড়ে নি কলকাতার পূজোর কথা। আমাদের নিজেদের প্রতিমা ছিল, কয়েকবছর অন্তর তা পাল্টানো হোত (কিছু সেইসব ঠাকুরের ছবি দিলাম সংগ্রহ থেকে)। পূজো হোত এক শনিবার। প্রায় ৩০০জন লোকের রান্না করতাম আমরা কয়েকজন মিলে– নিজেদের তৈরি রসগোল্লা, সন্দেশের স্বাদ ছিল অতুলনীয়, যা কলকাতার তাবড় তাবড় দোকানের সাথে পাল্লা দিতে পারে। সন্ধ্যাবেলার বিচিত্রানুষ্ঠানে প্রথিতযশা বাঙালী শিল্পী আমন্ত্রণ করার সামর্থ্য আমদের ছিল না। নিজেরাই অদম্য উৎসাহে করতাম সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যাতে থাকত নাচ-গান-বাদ্যযন্ত্র, একক বা যৌথ প্রচেষ্টায় সুন্দর ঘরোয়া অনুষ্ঠান। প্রকৃতক্ষে যৌথ পরিবেষণায় ছিল প্রবল উৎসাহ যা সবাইকে গেঁথে দিত এক আত্মীয়তার বন্ধনে (কিছু সেইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছবি দিলাম)। আমাদের মেয়ে মৌ এর ৩বছর বয়সে আধোবোলে প্রথম গাওয়া গান "মমচিত্তে" আজো কানে বাজে। পূজোর পরে মহাসমারোহে হত বিজয়াসম্মেলনী,- সব মিলিয়ে বাঙালীয়ানা বজায় রাখার complete package। আজ ১০ বছর সাসকাটুন ছেড়ে চলে এসেছি, কিন্তু আজো পূজোর সময় মন চলে যায় সেই আমাদের সাসকাটুনে,- এক nostalgic effect। এই ৫০বছরের স্বর্ণজয়ন্তীতে পূজোর প্রাক্তন,বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে জানাই শুভেচ্ছা ও ভালবাসা। মনের কোণে রইল এক সুপ্ত বাসনা যদি কোনোদিন বাস্তবে হাজির হতে পারি সেই বরফ ঢাকা মনোরম শহরের দূর্গাপূজোর প্রাঙ্গণে।

Saskatoon of Durga Pujo

Sanjukta and Palok

You might be thinking of a typo, while it is not. Instead of perceiving

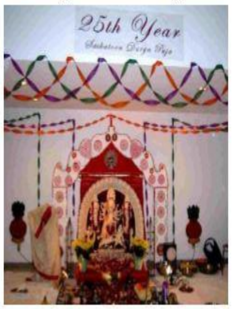

Durga pujo of Saskatoon, we always felt (at least during Durga puja) that it was Saskatoon of Durga puja. The glory of Saskatoon's Durga Puja organized by a handful of immigrant bengalis had the magic that transcends the place to our pujo. We still remember the innocent expression of Sanjukta when she discovered the hidden talent of pujo organizers of making rosogolla. Being born and brought up in Kolkata, we only knew that rosogolla-swandesh are only made by moiras (people who have the skills of making bengali sweets). Gradually many more hidden talents were exposed and turned the Durga pujo as an extra superevent that engulfed and engrossed the place itself. Preparation for the pujo (which is a one day event on a weekend during puja time) started at least a month ago and ended with fanfare of bijoya

sommeloni. All were for socialization in the name of pujo. Durga pujo has the amazing ability to tie up all known and unknowns through a special bonding of very high-energy. A bonding that knows no boundary. A phenomenon that becomes time-invariant. An event that turns every individual irrespective of one's self into an unit of boundless joy. We are sure that such an event acts as a panacea not only to cure the illness but also to bring out the inner strength and magical beauty out of people that was otherwise unknown to make the world feel like a perfect place. It made us ecstatic to think Saskatoon of Durgapujo, we still feel like that even being so far away, may not be physically but we are always in the Durgapujo of Saskatoon with all of you, not sure, if you all can feel that, but we certainly do.

আলোয় ছায়ায় (Pictures From Past)

NOTHING BUT MEMORIES REMAIN

Pictures in this section is a collage of Durgapuja celebration from 1969 till 2008. We are grateful to Prof. Asit Sarkar & Mrs. Ila Sarkar, Mrs. Arati Chattopadhay & Mr. Prashanta Chattopadhay, Mrs. Chitra Sen & Mr. Pabitra Sen, Mrs. Ashoka Sarkar, Mr. Palok Aich & Mrs. Sanjukta Aich for the photographs

30 09 2006 01 01

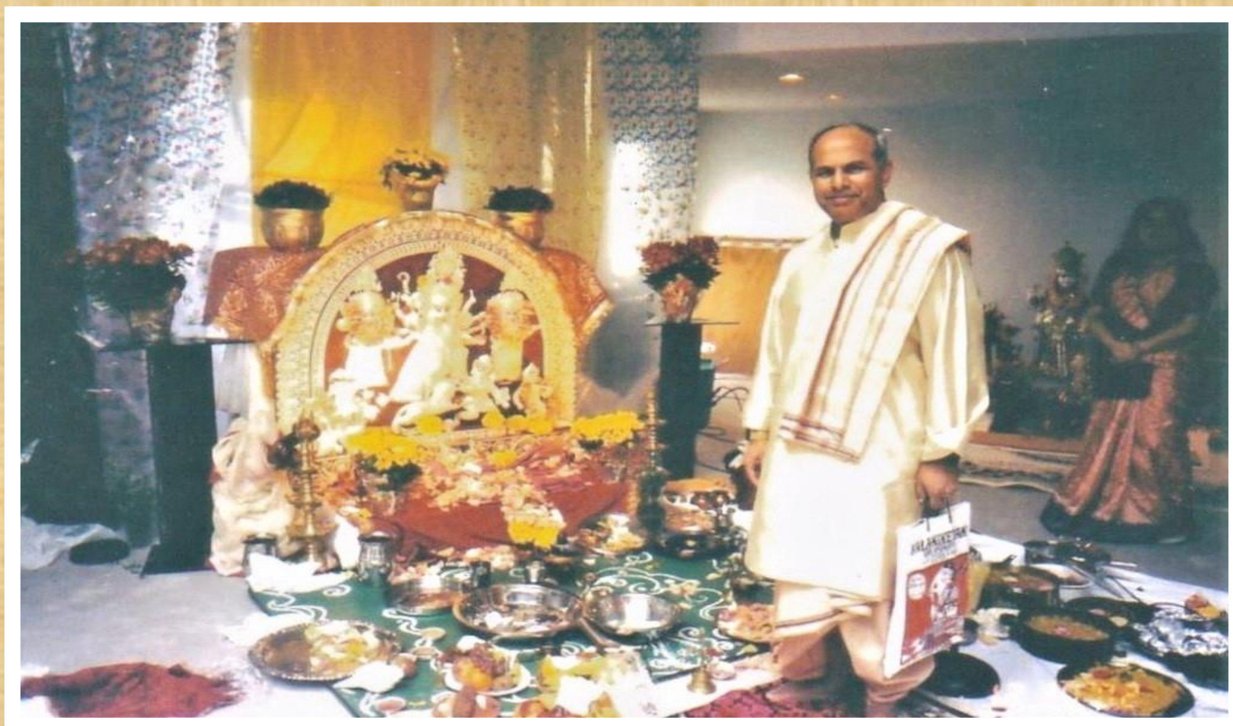

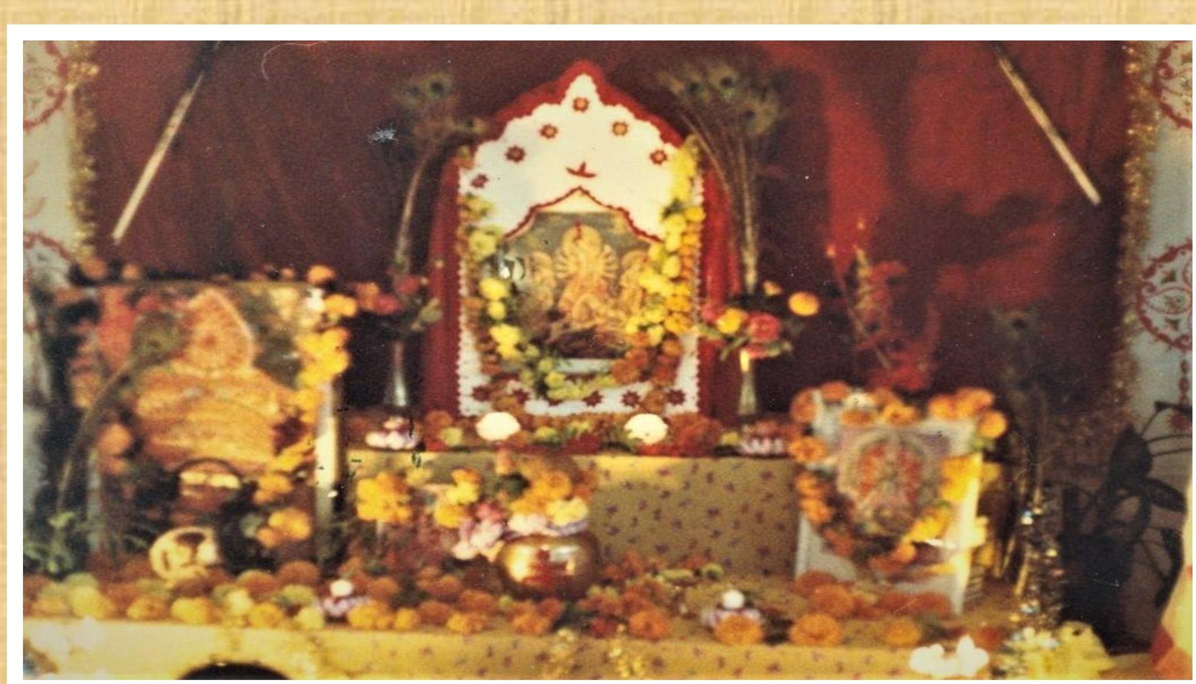

স্মৃতির দর্পনে(Few PastRecords)

DOCUMENTS FROM A TRADITION

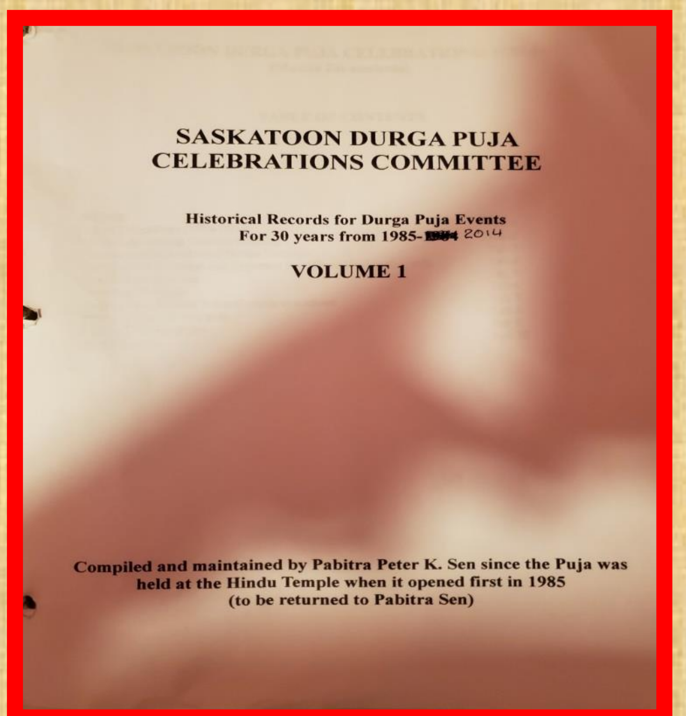

SASKATOON DURGA PUJA
CELEBRATIONS COMMITTEE

Historical Records for Durga Puja Events
For 30 years from 1985-[redacted] 2014

VOLUME 1

Compiled and maintained by Pabitra Peter K. Sen since the Puja was held at the Hindu Temple when it opened first in 1985
(to be returned to Pabitra Sen)

For More Information, Please Contact
Shankar Das ✆306 374 6938
Palok Aich ✆ 306 652 1908
Debabrata Biswas ✆306 343 6809
Samiran Banerjee ✆ 306 241 8704
Shri Lakshmi Narayan Temple
107 La Ronge Road
Saskatoon
স্যাস্কাটুন দুর্গা পূজা ২০০৮
Saskatoon Durga Puja 2008
ॐ भूर्भुवः स्वः।
तत् सवितुर्वरेण्यं।
भर्गो देवस्य धीमहि।
धियो यो नः प्रचोदयात॥

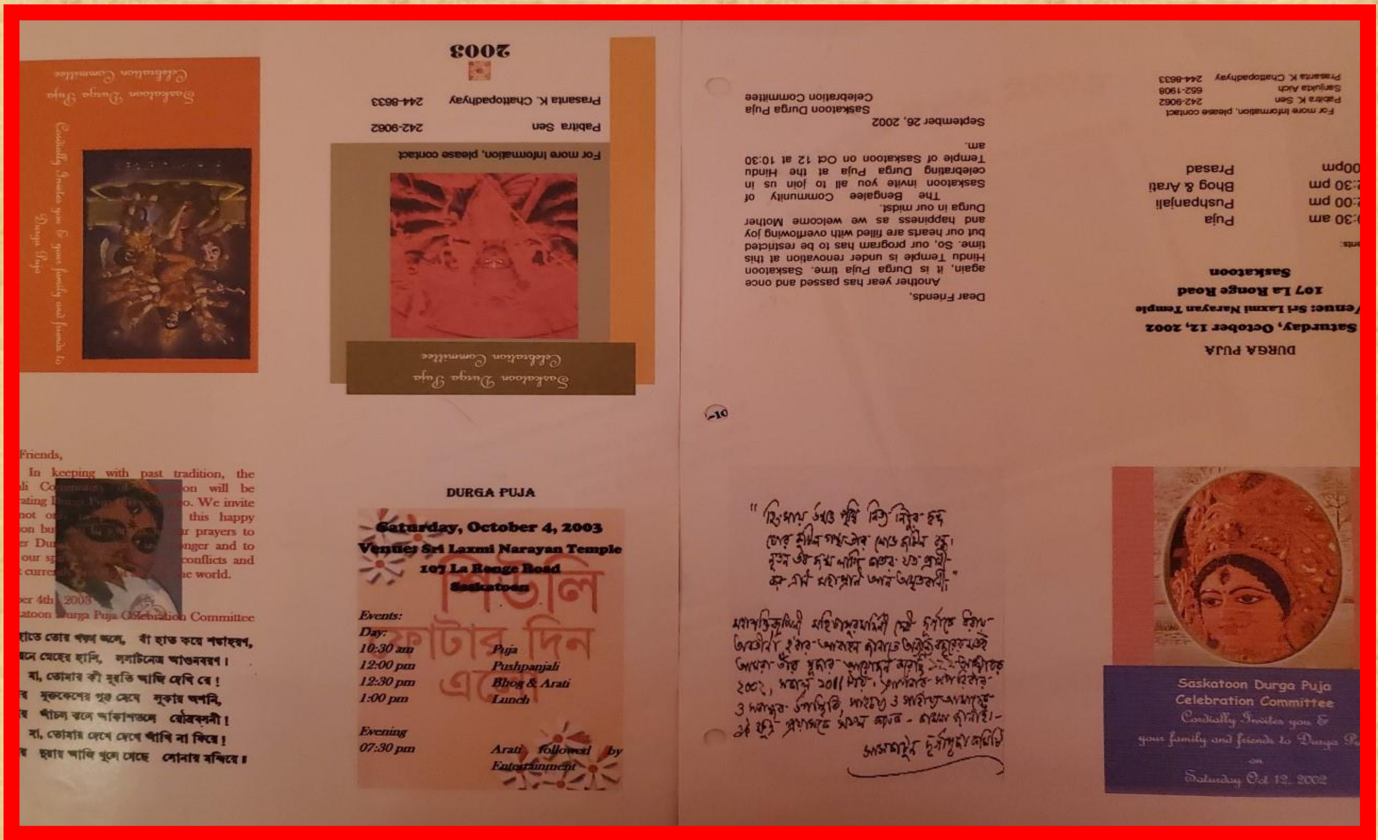
DURGA PUJA
Saturday, October 4, 2003
Venue: Sri Laxmi Narayan Temple
107 La Ronge Road
Saskatoon
Events:
Day:
10:30 am Puja
12:00 pm Pushpanjali
12:30 pm Bhog & Arati
1:00 pm Lunch
Evening
07:30 pm Arati followed by Entertainment
Saskatoon Durga Puja
Celebration Committee
Cordially Invites you & your family and friends to Durga Puja
on
Saturday Oct 12, 2002

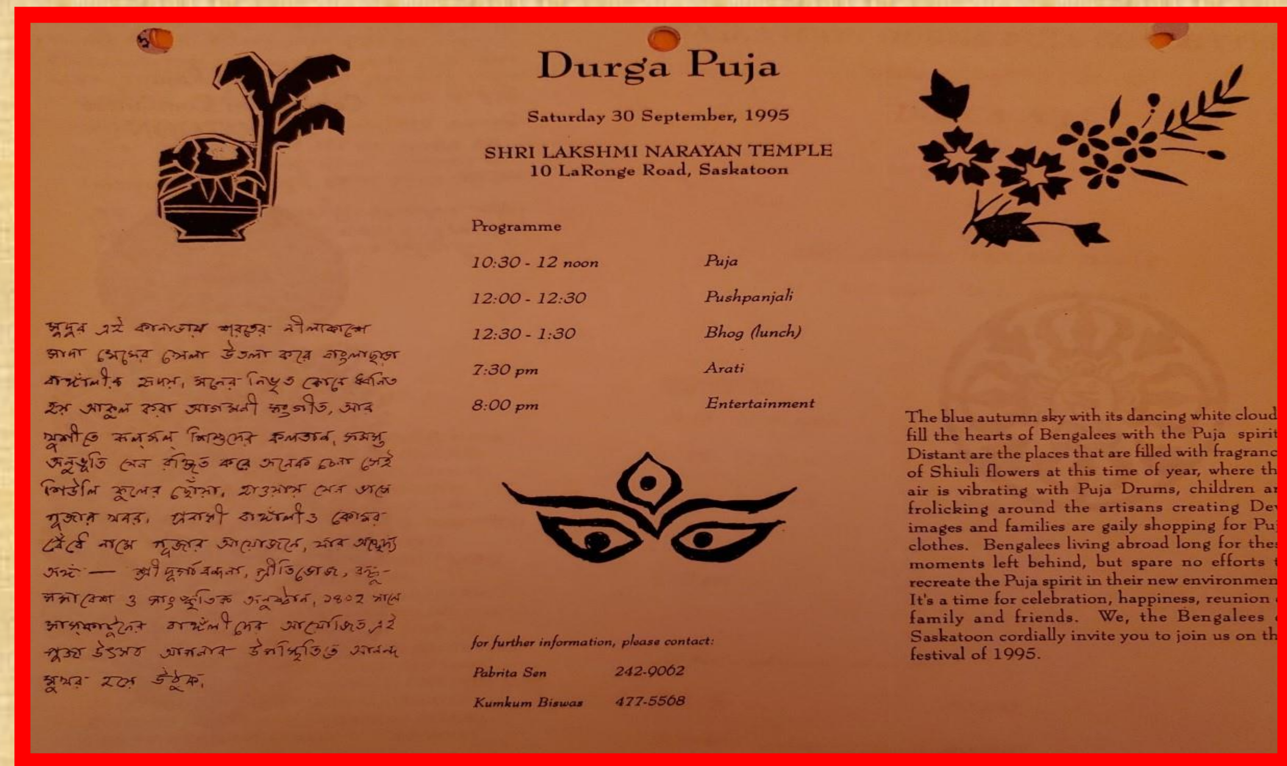

Durga Puja

Saturday 30 September, 1995

SHRI LAKSHMI NARAYAN TEMPLE
10 LaRonge Road, Saskatoon

Programme

10:30 - 12 noon	Puja
12:00 - 12:30	Pushpanjali
12:30 - 1:30	Bhog (lunch)
7:30 pm	Arati
8:00 pm	Entertainment

for further information, please contact:

Pabrita Sen 242-9062
Kumkum Biswas 477-5568

সুদূর এই কানাডায় শরতের নীলাকাশে সাদা মেঘের মেলা উতলা করে বাঙলাছাড়া বাঙালীর মন। মনের নিভৃত কোনে ধ্বনিত হয় আকুল করা আগমনী সংগীত, আর খুশীতে ঝলমল শিশুদের কলতান, সমস্ত অনুভূতি যেন রঞ্জিত করে অনেক চেনা সেই শিউলি ফুলের ছোঁয়া, হাওয়ায় যেন ভাসে পূজার খবর। প্রবাসী বাঙালীও কোমর বেঁধে নামে পূজার আয়োজনে, সাথে আনুষ্ঠানিক অঙ্গ — শ্রী দুর্গা বন্দনা, প্রীতিভোজ, বন্ধু-সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ১৪০২ সালে সাসকাটুনের বাঙালীদের আয়োজিত এই পূজা উৎসব আপনার উপস্থিতিতে আনন্দ মুখর হয়ে উঠুক।

The blue autumn sky with its dancing white cloud[s] fill the hearts of Bengalees with the Puja spirit. Distant are the places that are filled with fragranc[e] of Shiuli flowers at this time of year, where th[e] air is vibrating with Puja Drums, children a[re] frolicking around the artisans creating Dev[i] images and families are gaily shopping for Pu[ja] clothes. Bengalees living abroad long for the[se] moments left behind, but spare no efforts t[o] recreate the Puja spirit in their new environmen[t]. It's a time for celebration, happiness, reunion [of] family and friends. We, the Bengalees [of] Saskatoon cordially invite you to join us on th[e] festival of 1995.

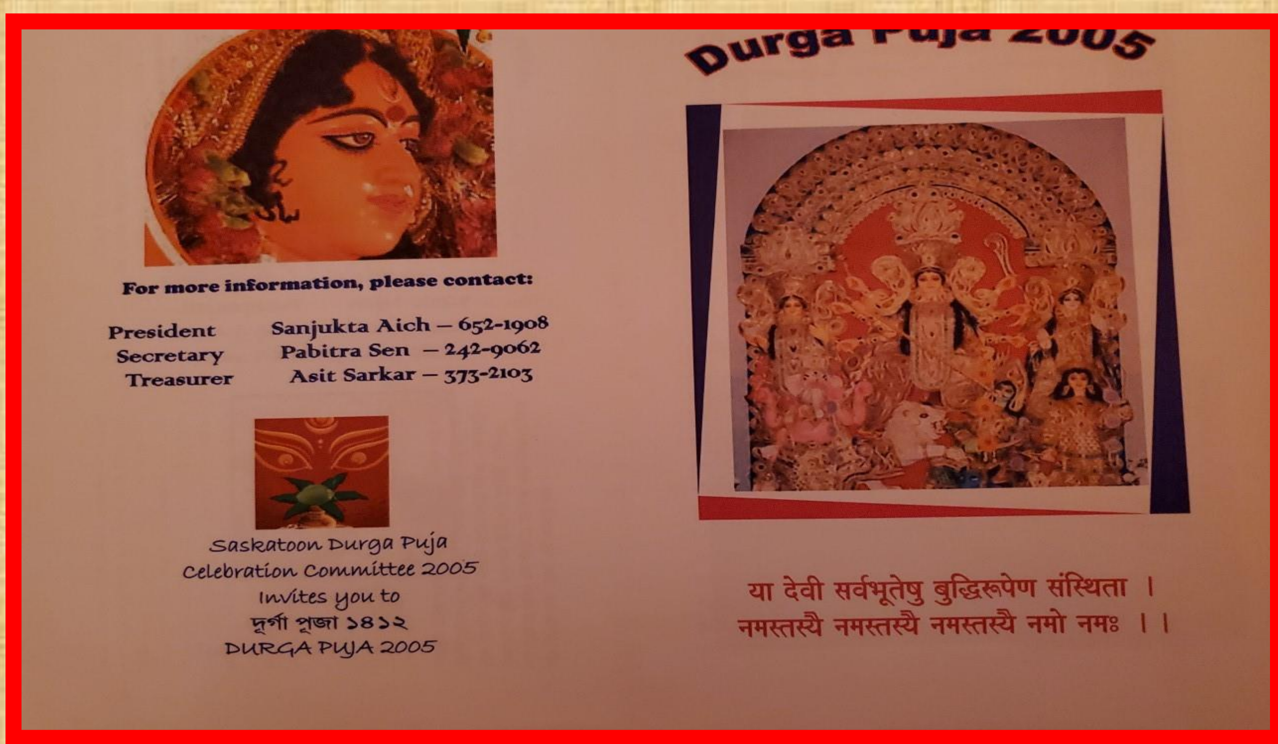

Durga Puja 2005

For more information, please contact:

President	Sanjukta Aich – 652-1908
Secretary	Pabitra Sen – 242-9062
Treasurer	Asit Sarkar – 373-2103

Saskatoon Durga Puja
Celebration Committee 2005
Invites you to
দুর্গা পূজা ১৪১২
DURGA PUJA 2005

या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ।।

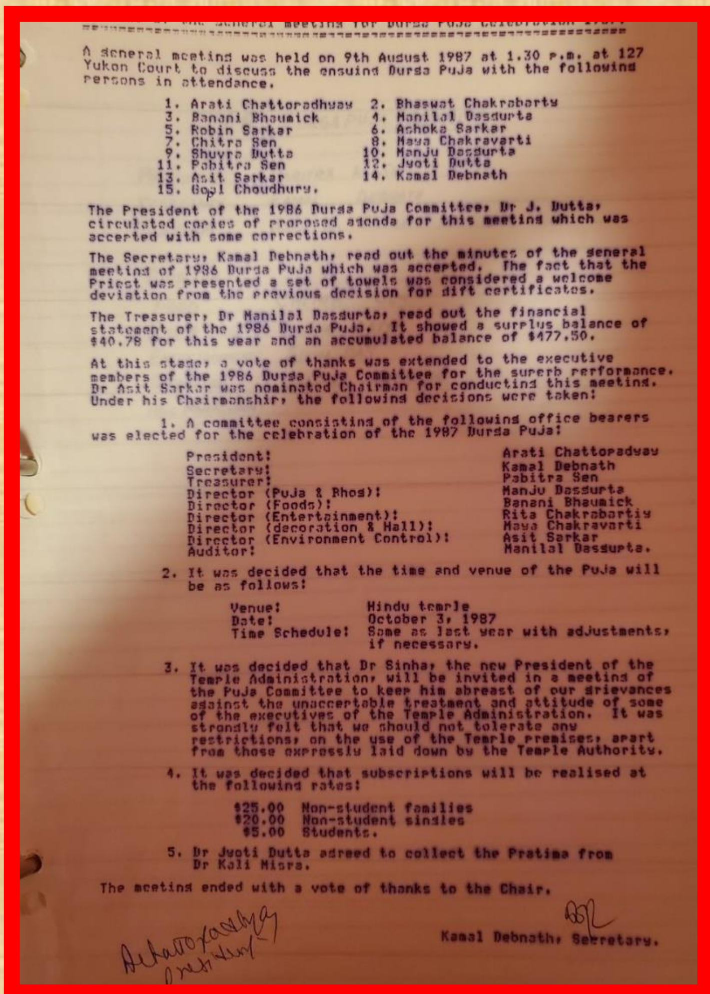

... the General Meeting for Durga Puja Celebration 1987.

A general meeting was held on 9th August 1987 at 1.30 p.m. at 127 Yukon Court to discuss the ensuing Durga Puja with the following persons in attendance.

1. Arati Chattopadhyay
2. Bhaswat Chakraborty
3. Banani Bhaumick
4. Manilal Dasgupta
5. Robin Sarkar
6. Ashoka Sarkar
7. Chitra Sen
8. Maya Chakravarti
9. Shuvra Dutta
10. Manju Dasgupta
11. Pabitra Sen
12. Jyoti Dutta
13. Asit Sarkar
14. Kamal Debnath
15. Gopal Choudhury.

The President of the 1986 Durga Puja Committee, Dr J. Dutta, circulated copies of proposed agenda for this meeting which was accepted with some corrections.

The Secretary, Kamal Debnath, read out the minutes of the general meeting of 1986 Durga Puja which was accepted. The fact that the Priest was presented a set of towels was considered a welcome deviation from the previous decision for gift certificates.

The Treasurer, Dr Manilal Dasgupta, read out the financial statement of the 1986 Durga Puja. It showed a surplus balance of $40.78 for this year and an accumulated balance of $477.50.

At this stage, a vote of thanks was extended to the executive members of the 1986 Durga Puja Committee for the superb performance. Dr Asit Sarkar was nominated Chairman for conducting this meeting. Under his Chairmanship, the following decisions were taken:

1. A committee consisting of the following office bearers was elected for the celebration of the 1987 Durga Puja:

President:	Arati Chattopadyay
Secretary:	Kamal Debnath
Treasurer:	Pabitra Sen
Director (Puja & Bhog):	Manju Dasgupta
Director (Foods):	Banani Bhaumick
Director (Entertainment):	Rita Chakrabartiy
Director (decoration & Hall):	Maya Chakravarti
Director (Environment Control):	Asit Sarkar
Auditor:	Manilal Dasgupta.

2. It was decided that the time and venue of the Puja will be as follows:

Venue: Hindu temple
Date: October 3, 1987
Time Schedule: Same as last year with adjustments, if necessary.

3. It was decided that Dr Sinha, the new President of the Temple Administration, will be invited in a meeting of the Puja Committee to keep him abreast of our grievances against the unacceptable treatment and attitude of some of the executives of the Temple Administration. It was strongly felt that we should not tolerate any restrictions, on the use of the Temple premises, apart from those expressly laid down by the Temple Authority.

4. It was decided that subscriptions will be realised at the following rates:

$25.00 Non-student families
$20.00 Non-student singles
$5.00 Students.

5. Dr Jyoti Dutta agreed to collect the Pratima from Dr Kali Misra.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

A Chattopadhyay, President

Kamal Debnath, Secretary.

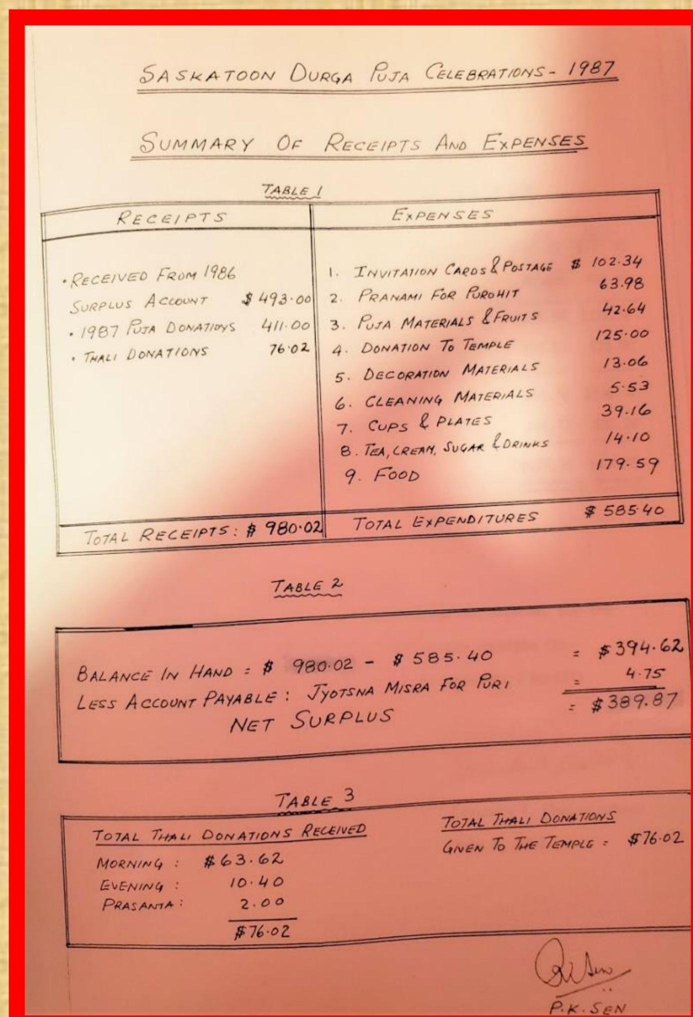

SASKATOON DURGA PUJA CELEBRATIONS - 1987

SUMMARY OF RECEIPTS AND EXPENSES

TABLE 1

RECEIPTS		EXPENSES	
• RECEIVED FROM 1986 SURPLUS ACCOUNT	$ 493.00	1. INVITATION CARDS & POSTAGE	$ 102.34
• 1987 PUJA DONATIONS	411.00	2. PRANAMI FOR PUROHIT	63.98
• THALI DONATIONS	76.02	3. PUJA MATERIALS & FRUITS	42.64
		4. DONATION TO TEMPLE	125.00
		5. DECORATION MATERIALS	13.06
		6. CLEANING MATERIALS	5.53
		7. CUPS & PLATES	39.16
		8. TEA, CREAM, SUGAR & DRINKS	14.10
		9. FOOD	179.59
TOTAL RECEIPTS:	$ 980.02	TOTAL EXPENDITURES	$ 585.40

TABLE 2

BALANCE IN HAND = $ 980.02 - $ 585.40	= $394.62
LESS ACCOUNT PAYABLE: JYOTSNA MISRA FOR PURI	= 4.75
NET SURPLUS	= $389.87

TABLE 3

TOTAL THALI DONATIONS RECEIVED		TOTAL THALI DONATIONS GIVEN TO THE TEMPLE =	$76.02
MORNING:	$63.62		
EVENING:	10.40		
PRASANTA:	2.00		
	$76.02		

P.K. SEN

আরশি নগর (Photgraphs of recent times)

FEW PHOTOGRAPHS OF RECENT PAST

Pictures in this section is a collage of Durgapuja celebration from 2009 till 2018. We are grateful to Mr. Palok Aich & Mrs. Sanjukta Aich, Mr. Arpita Deb & Anindya Ganguly, Mr. Soumalya Das, Mr. Hridaynath Bhattercharya, Mrs. Sonali Roy & Mr. Udayan Roy for the photographs

EXIT

CAUTION
SHUT OFF
THE GAS VALVE
WARNING
ATTENTION

1% PLAIN
NATURE
YOGURT · YOGOURT

Namaste
Welcome
to
rga Puja 2015

অভিনন্দনবার্তা (Our greetings)

Our community members and their best wishes

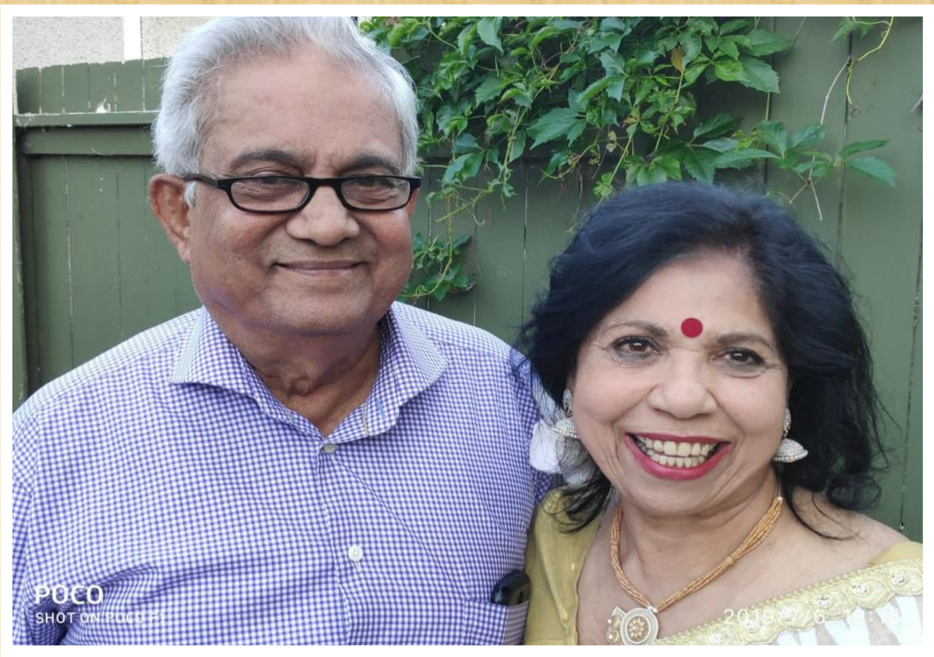

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। মা আবার শরত আকাশের মেঘের ভেলায় চেপে আসছেন আমাদের এই ছোট্ট শহর সাস্কাতুন এ। তাই আজ সাস্কাতুনের বাঙালিরা আনন্দে মশগুল। শুরু করে দিয়েছে নানান আয়োজন মা কে আবাহন জানাবার জন্য। ঘরে বাইরে শুধু পুজর কথা।

এইবার আমাদের পুজ গোষ্ঠী পুজার আয়োজন করার সাথে সাথে, ৫০তম পূজাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রচুর উদ্যোগ সহ "শিউলি" নামে ম্যাগাজিন ও প্রকাশ করতে চলেছেন।

২০১৯ পুজা গোষ্ঠীর এই উদ্যম উৎসাহের জন্য রইল আমাদের ফ্যামিলির তরফ থেকে শারদীয়ার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। আপনারা সকলে ভালো থাকুন। সকলের মঙ্গল কামনা করি।

আরতি ও প্রশান্ত

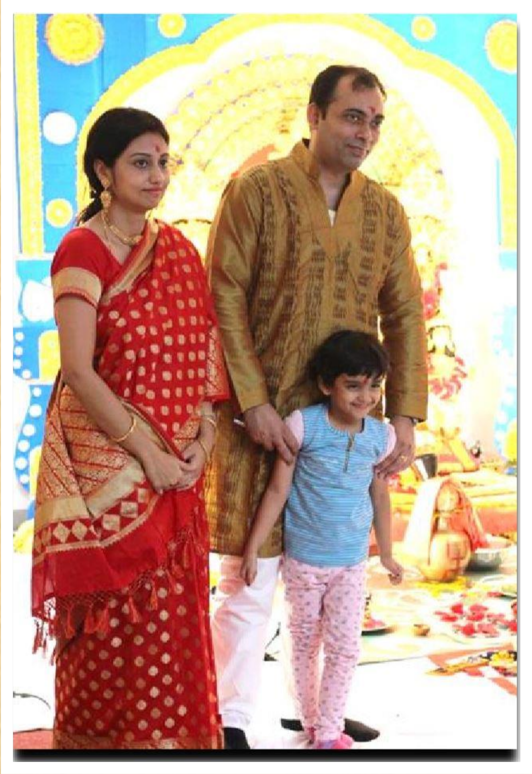

Allow us to offer you our sincere compliments and very best wishes at the start of Sarod Utsav at Saskatoon. It is an absolute honor to be able to be a part of this 50th anniversary celebration and to experience the grand event with many of our founding members. For all of us who call Saskatoon their home, it is a proud moment indeed & we are so blessed to have such an amazing family here. May this Durga Puja bring lots of cherished moments of happiness and love in your and your family's life and may you celebrate this nice festival with feasting and merrymaking. Sending the warmest Sarod Subhecha to you and your family. May Ma Durga shower her choicest blessings on you and your family this Puja !!

Arindam & Sudatta

Photo Curtsy Hriday Nath Bhattacharya

Our heartiest congratulations to Saskatoon Durga Puja Celebration Committee for celebrating their 50 years of Durga Puja in Saskatoon. We are amazed to see how you carried our cultural tradition for 50 years. We salute your commitment, passion & enthusiasm outside Kolkata, Bengal & India. Our best wishes to you for this 50th year and many more years to come.

— Atrayee, Urmi and Supratim.

Atrayee, Urmi & Supratim

শুভেচ্ছা বার্তা

ছেড়ে চলে যেতে হল এই শহর আমায়

অনেকটা সময় আমি রেখে এলাম

এ শহর কিছুটা আমার হয়েই রয়ে যাবে চিরকাল

আর বাকিটুকু সব তোমাদের দিয়ে গেলাম

ভাল থেকো সবাই

অনিন্দ্য আর অর্পিতা

On the brink of embracing Devi Durga on earth this year, Tushita, Amrita and Shamik join together in wishing you all a joyful and memorable 50th year of sharodiya celebration by SDPCC

Amrita & Shamik

Hey Saskatoon be ready for a blast for our golden jubilee durgapuja celebration. Congratulations and best of luck to our community for the grand occasion and love to saskatoon

Sonali, Camelia & Udayan

Greetings of this Festive Fall. May Health and Happiness find You All

To SDCC , Hearty Congratulations For Fifty Years of Joy and Celebration

Happy Durga Pujo and A Glittering Golden Jubilee 2019!

Anulekha & Meghraj

Wishing health, containment and beauty to you all this Durga Puja. Stay Blessed, Stay Happy!

Kohinoor, Kaira & Partha

প্রত্যেককে শুভ শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অনেক অনেক অভিনন্দন; গুরুজনদের প্রণাম এবং প্রিয়জনদের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা রইলো ; সবার পূজো খুব আনন্দে কাটুক; মা দুর্গা সবার মঙ্গল করুন ।।

সৌমাল্য এবং পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে

President's Message

আমাদের অনেকের কাছে দূর্গাপূজো শুধু ভক্তিভরে মায়ের পূজোই নয়, এ যে মা দূর্গার ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমাদের কাছে বেড়াতে আসা, গিরিরাজ হিমালয় আর পত্নী মেনকার মেয়ের বাপের বাড়ী আসা। তার অপেক্ষাতেই আমাদের সারাবছর কাটানো আর কটাদিনের জন্য মা কে কাছে পাওয়া। সেই আনন্দের স্বাদ পেতেই আজ থেকে ৫০ বছর আগে ভারত থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে কানাডার এই ছোট শহরের কতিপয় মানুষ শুরু করেছিলেন দূর্গোৎসব। আজ সেই দূর্গাপূজোর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সবাইকে শারদ শুভেচ্ছা ও সাদর আভিনন্দন।।

এই শুভলগ্নে, শারদীয়া পত্রিকার প্রকাশ আমাদের উৎসবকে আরও স্মরনীয় করে তুলেছে। এই অসামান্য প্রচে ষ্টার জন্য, পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক মহাশয় আর তার কমিটিকে, ২০১৯-এর সাসকাটুন দূর্গাপুজা উৎযাপন কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অনেক অভিনন্দন।

এই দূর্গাপুজা আর শারদীয়া পত্রিকার প্রকাশনা, একইরকম উৎসাহ, উদ্দিপনা আর ভালবাসা নিয়ে আগামীদিনে আরো বৃহওর হয়ে উঠুক এই প্রাথর্না করি।

সুপ্রতিম ঘোষ
প্রেসিডন্ট
এস ডি পি সি সি

FONO's FISH SASKATOON

Fonos and his **"from lake to plate"** business has built a loyal customer base for simple reasons: Quality and consistency. "I just haven't ever found anybody that I would let fillet a fish for me to sell. Nobody's came close," he said.

SASKATOON FARMERS' MARKET & MARKET BUILDING
ADDRESS: 414 AVENUE B S, SASKATOON, SK S7M 1M8

SPRING/SUMMER MARKET DATES:
EVERY SATURDAY, SUNDAY, AND WEDNESDAY!

SASKATOON FARMERS' MARKET HOURS:
SATURDAYS: 8 AM TO 2 PM
WEDNESDAYS & SUNDAYS: 10 AM TO 3 PM
PHONE: (306) 384-6262